ঈশ্বরের অভিপ্রায়

জন ফ্ল্যাভেল

ঈশ্বরের অভিপ্রায়

জন ফ্ল্যাভেলের লেখা
"ডিভাইন কনডাক্ট বা মিস্ট্রি ওফ প্রভিডেন্স"
পুস্তকের সংক্ষেপিত এবং সহজ-পাঠ্য সংস্করণ
প্রথম প্রকাশনা ১৬৭৭

প্রস্তুত করেছেন হারভে মকফোর্ড

সম্পাদক- জে. কে. ডেভিস

@ GRACE PUBLICATIONS TRUST
139 Grosvenor Avenue
LONDON N5 2NH

Joint Managing Editors:
J P Arthur MA
H J Appleby

Printed 1981, 1997

ISBN 0 9505476 6 2

The full version of “Mystery of Providence” by
John Flavel is published by the Banner of Truth Trust,
3 Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL.

Cover Design: Lawrence Littleton Evans

@ copyrights: www.bibleandbookministry.com
For free distribution only!

বিষয়সূচি

ভূমিকা ৫

প্রথম অধ্যায়
তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈশ্বর কীভাবে সদয় তত্ত্বাবধানের সঙ্গে আমাদের জীবনে কাজ করেন ১৩

তৃতীয় অধ্যায়
ঈশ্বরের বিশেষ সদয় তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কেন আমাদের
গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে? ২৪

চতুর্থ অধ্যায়
আমরা ঈশ্বরের বিশেষ সদয় তত্ত্বাবধানের কথা কীভাবে চিন্তা করব ২৫

পঞ্চম অধ্যায়
ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে যা করেন, তা দেখে
আমরা যে আনন্দ ও উপকার লাভ করি ৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়
পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির পরিণাম ৪৪

সপ্তম অধ্যায়
ব্যবহারিক সমস্যাসমূহ (এর মধ্যে ফ্ল্যাভেলের অষ্টম অধ্যায়টিও
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) ৪৬

ভূমিকা

''আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকব,
আমার জন্য কার্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকব''
গীতসংহিতা ৫৭:২

ঈশ্বর দুইভাবে নিজেকে আমার কাছে প্রকাশ করে থাকেন- তাঁর বাক্যের দ্বারা এবং তাঁর কাজের দ্বারা। সৃষ্টি এবং সদয় তত্ত্বাবধানের মধ্যে ঈশ্বরের কর্মের মহান গৌরব হল, তাঁর লিখিত বাক্যে তিনি যা বলেছেন, তাকে তারা সমর্থন ও অনুমোদন করে।

ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান উপলব্ধি করে মন আহ্লাদিত হয়। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান তাঁর ভক্তদের যে কেবল স্বর্গে নিয়ে যায়, তা নয়, কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই যাত্রা পথে তাদের প্রাণে স্বর্গীয় আস্বাদ আনয়ন করে। সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে সবকিছু তাঁর গৌরব এবং তাঁর প্রজাদের আনন্দের লক্ষ্যে পরিচালিত করছেন, যদিও সমস্ত জগত সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে ব্যস্ততার সঙ্গে পাল তুলে এবং দাঁড় বেয়ে যাত্রা করছে। আর এইভাবে প্রতিরোধের মাধ্যমেই তারা কীভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করছে, বাধাদানের মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করছে এবং তাঁর মণ্ডলীকে ছিন্নভিন্ন করার মাধ্যমে আরও প্রসারিত করছে, তা দেখে মহা আনন্দ হয়।

খ্রীস্টবিশ্বাসীর জীবনে এমন কিছু আনন্দ আছে, যা এতো মহান যে, তা বর্ণনা করা যায় না। আপনার নিজের অভিজ্ঞতায় আপনি যখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান অধ্যয়ন করবেন, তখন আপনার মনও আনন্দে ভরে যাবে। নিজে চেষ্টা করে দেখুন; আস্বাদন করে দেখুন। আপনাকে এই কাজে প্ররোচিত করার কোনো প্রয়োজন হবে না। ''আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকব, যিনি আমার জন্য সবকিছু সাধন করেন'' (গীত ৫৭:২)।

দাউদ যখন ৫৭ সংখ্যক গীতের উপরোক্ত প্রার্থনাটি করছিলেন, তখন তিনি শৌল রাজার হাতে নিহত হওয়ার বিপদে ছিলেন (১ শমূয়েল ২৪:১, ২)। ঈশ্বর, রাজা দাউদের এই প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং সমস্ত বিপদ থেকে তাঁকে নিরাপদ রেখেছিলেন। ঈশ্বর সর্বদা তাঁর সন্তানদের প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র কি মহান, সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের এই কাজকে আমরা 'সদয় তত্ত্বাবধান' বলে থাকি। অতীতে ঈশ্বরের কাজের যে সমস্ত অভিজ্ঞতা দাউদ লাভ করেছিলেন, তা এই পরিস্থিতিতে তাঁর মনে আশা জুগিয়েছিল এবং সমস্যার মধ্যে ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করতে শক্তি জুগিয়েছিল। তাই, আজ খ্রীস্টবিশ্বাসীদের উচিত অতীতে ঈশ্বর তাঁদের

জীবনে কীভাবে কাজ করেছেন, তা ভেবে দেখা, যেন তাদের বিশ্বাসে এবং প্রত্যাশা দৃঢ়তর হয়।

কিন্তু ঈশ্বরের সন্তানরা তাদের স্বর্গের দিকে এই যাত্রাপথে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাদের সব বুঝতে পারে না। খ্রীস্ট যখন পিতরের পা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, তখন পিতর জানতেন না, প্রভু তা কেন করছেন; কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল পরে তিনি সমস্ত বিষয় বুঝতে পারবেন (যোহন ১৩:৭)। আমরা যখন স্বর্গে পৌঁছাব, তখন স্বর্গ যে কত মনোরম স্থান, তা কেবল দেখব না, কিন্তু যে পথে আমাদেরকে সেখানে আনা হয়েছে, তার সৌন্দর্যও আমরা দেখতে পাব। একে একটা ঘড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সবার আগে, আমরা ঘড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ দেখতে পাই এবং তারপর সম্পূর্ণ ঘড়িটিকে দেখতে পাই, যার প্রতিটি অংশ অন্য সমস্ত অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করছে। আমরা যখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে এবং ঈশ্বরের প্রতিটি কাজের যথার্থ কারণকে দেখতে পাব, তখন তা অপূর্ব দেখাবে। যদিও আমাদের সেই স্বর্গীয় দর্শনের তুলনায় বর্তমানের দর্শন শক্তি অনেক দুর্বল, তবুও তার মধ্যে এতো মধুরতা রয়েছে যে, আমি একে ''ক্ষুদ্র স্বর্গ'' বলতে পারি।

প্রথম অধ্যায়

তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান

মণ্ডলীতে তাঁর সন্তানদের মস্তক হওয়ার পাশাপাশি যীশু খ্রীস্ট একাধারে সমগ্র পৃথিবীর শাসক। মণ্ডলীর সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্য তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাদের বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাঁরা বলেন ঈশ্বর আছেন, আমি তাদের মধ্যে সেই দৃঢ় প্রত্যয় উৎপন্ন করতে চাই যে, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের বিশেষ কাজগুলি কোনো দুর্ঘটনা নয়। এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের খ্রীস্টবিশ্বাসী বলে থাকেন, কিন্তু তারা তাদের জীবনে ঘটা এই সমস্ত বিষয়কে স্বাভাবিক প্রকৃতির ঘটনা বলে থাকেন। তাঁরা জগতের ঘটনাসমূহ এবং ঈশ্বরের বিশ্বাসীদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তারা ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা নয়, কিন্তু প্রকৃতির কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর অর্থ, ঈশ্বর নেই, এমন চিন্তায় জীবন ধারণ করা! যে কেউ এই ধরনের চিন্তা করেন, তিনি নিচের প্রশ্নগুলি চিন্তা করুন:

১। কীভাবে ঈশ্বরের সন্তানরা বারংবার বিভিন্ন বিপদ এবং মন্দ থেকে এমন ক্ষমতার দ্বারা রক্ষা পেয়েছেন, যা প্রকৃতির ক্ষমতার চেয়ে মহত্তর এবং এমনভাবে রক্ষা পেয়েছেন, যা প্রায়ই প্রাকৃতিক পথের বিপরীত?

জল বয়ে চলে ও তাতে সব কিছু ডুবে যায়; কিন্তু লোহিত সাগর দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং জল প্রাচীরের মতো দু'দিকে দাঁড়িয়েছিল, যখন ইস্রায়েল সন্তানরা নিরাপদে তার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গিয়েছিল। আগুন তার শক্তি দিয়ে সব কিছু পুড়িয়ে দেয়; কিন্তু বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যখন ঈশ্বর ভক্ত তিন ইস্রায়েলী যুবককে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, তখন সেই প্রচন্ড অগ্নি তাদের মাথার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু একই সময়ে যারা সেই যুবকদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, অগ্নি তাদের গ্রাস করেছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সিংহের মতো বন্য পশুরা যখন ক্ষুধার্ত হয়, তখন তারা পশু বা মানুষ পেলে তা দিয়ে তাদের উদর পূর্ণ করে; কিন্তু সেই ক্ষুধার্ত সিংহের গর্তে যখন দানিয়েলকে একটি সম্পূর্ণ রাতের জন্য ফেলা হয়েছিল, তারা দানিয়েলের কোন ক্ষতি করেনি।

২। কীভাবে এরকম ঘটল, যদি না কেউ বিশেষভাবে আদেশ করে থাকেন, যাতে প্রাকৃতিক বিষয়গুলি অদ্ভুতভাবে কাজ করে, যাতে ঈশ্বর ভক্তরা রক্ষা পান?

যোষেফের কাহিনিতে আমরা ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের ১২টি ধাপকে দেখতে পাই, যা যোষেফকে মিশরের প্রধান মন্ত্রী করে তুলেছিল। এদের মধ্যে কেবল একটি যদি ব্যর্থ হত, তাহলে অন্য কিছু ঘটত। ইষ্টেরের সময়ে আমরা সদয় তত্ত্বাবধানের ৭টি ধাপ দেখতে পাই, যাদের পরস্পরের মধ্যে এমন যোগ আছে, যা দুষ্ট হামনের পতনের কারণ, এবং ইস্রায়েলীদের বিনষ্ট হওয়া থেকে উদ্ধারের কারণ। ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রজাদের যত্ন নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করতে পারেন, যেমনভাবে কোনো কর্মী তার কাজ সম্পন্ন করতে নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে। ঠিক যেমন কোনো ছুতোর মিস্ত্রী কাঠের টুকরো নিয়ে এবং নানা যন্ত্রপাতি ও নিজ বিচক্ষণতা ব্যবহার করে তার দক্ষ হাতের পরিচালনায় এক অপূর্ব শিল্পের কাজ করে।

৩। ঈশ্বর ভক্তদের বিষয়গুলি যদি ঈশ্বরের বিশেষ তত্ত্বাবধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বিনাশার্থে সবচেয়ে চতুর এবং শক্তিশালী পন্থাগুলিও কীভাবে ভোঁতা হয়ে যায়, এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত দুর্বল প্রচেষ্টাগুলিও কীভাবে কৃতকার্য হয়?

ঈশ্বরের প্রজাদের, তথা ইস্রায়েলীদের বিনাশ করতে ফরৌণ যে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছিলেন, প্রাকৃতিক যে কোনও উপায়ে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ছিল। রোমীয় সম্রাটরা সমস্ত পৃথিবী জয় করে তাদের সমস্ত শক্তি দরিদ্র, দুর্বল মণ্ডলীগুলিকে বিনাশ করতে ব্যবহার করলেও মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়েছে, তা শেষ হয়ে যায়নি। যদি সেই শক্তির অর্ধেকও অন্য কোন গোষ্ঠির উপরে প্রয়োগ করা হত, তবে অবশ্যই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। ঈশ্বর এক উত্তম প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন: ''কারণ আমি যাদের মধ্যে তোমাকে ছিন্নভিন্ন করেছি, সেই সমস্ত জাতিকে নিঃশেষে সংহার করব না; কিন্তু বিচারনুরূপ শাস্তি দেব, কোন মতে অদণ্ডিত রাখব না।" আরও বলেছেন, ''যে কোনো অস্ত্র তোমার বিপরীতে গঠিত হয়, তা সার্থক হবে না" (যিশাইয় ৫৪:১৭)।

অন্যদিকে, খ্রীস্টীয় মণ্ডলী স্থাপন করার জন্য পৃথিবীতে কত দুর্বল এবং অসম্ভাব্য পন্থা ব্যবহার করা হয়েছিল। রাজ দরবারগুলিতে যাওয়ার জন্য খ্রীস্ট ক্ষমতাপূর্ণ মানুষদের বেছে নেননি; কিন্তু তিনি ১২ জন সাধারণ মানুষকে বেছে নিয়েছিলেন, যাঁদের প্রধান ছিলেন একজন জেলে। আবার তাঁদেরকে একসঙ্গেও প্রেরণ করা হয়নি, কিন্তু একজনকে কোনো দেশে এবং অন্যজনকে অন্য কোন দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল; তবুও কত অল্প সময়ের মধ্যে সুসমাচার ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান খ্রীস্টবিশ্বাসীদের বিভিন্ন বিপদের সময় রক্ষা করে এসেছে এবং তাদের ধ্বংস করে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ক্ষান্ত করেছে।

৪। যদি সবকিছু প্রাকৃতিক কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তবে কীভাবে যে সব মানুষ পূর্ণ গতিতে মন্দের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তারা তাদের পথ পরিবর্তন করে ধার্মিকতার পথে চলে?

খ্রীস্টবিশ্বাসীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য সাধু পৌল এইভাবেই দম্মেশকের পথে চলেছিলেন; আর তখনই হঠাৎ আকাশ থেকে এক উজ্জ্বল জ্যোতির আঘাতে তিনি ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছিল; আর তিনি খীস্টের একজন প্রেরিত হয়ে উঠেছিলেন (প্রেরিত ৯:১-৮)। পরবর্তীকালে যখন ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল এবং তাঁকে বন্দি করে কৈসরিয়া থেকে জেরুশালেমে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখন রাজ্যপাল ফীষ্ট (যিনি পৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না) পৌলের বিচার জেরুশালেমে না করে তা কৈসরিয়ায় করতে মনস্থ করেছিলেন; আর এইভাবে পৌলকে হত্যা করার যে পরিকল্পনা তা বানচাল হয়ে গিয়েছিল (প্রেরিত ২৫:১-৪)।

আগষ্টিন, যিনি প্রারম্ভিক মণ্ডলীর খ্রীস্টবিশ্বাসীদের এক মহান নেতা ছিলেন, তিনি কোন একটি শহরে লোকদের শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন এবং পথ দেখানোর জন্য নিজের সঙ্গে একজন পথ প্রদর্শককে নিয়েছিলেন। সেই পথপদর্শক সাধারণ পথে না গিয়ে এক ভিন্ন পথে তাঁকে নিরাপদে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে জানা গিয়েছিল, যে ভিন্ন পথে গিয়ে তাঁরা শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যারা আগষ্টিনকে হত্যা করার জন্য পথে অপেক্ষা করে বসেছিল। এই সব ঘটনাগুলির মধ্যে যে ঈশ্বরের হাত রয়েছে তা দেখতে আমরা কেন ব্যর্থ হয়?

৫। ঈশ্বরের প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য সমস্ত বিষয়ের উপর যদি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান না থাকত, তাহলে কী করে এই পৃথিবীতে যারা ভালো বা মন্দ করে তারা তাদের পরিণাম হিসাবে ভালো বা মন্দ প্রতিদান পেত?

ফরৌণ যখন ইস্রায়েলে জাত সকল শিশুকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন যে ধাত্রীরা সেই আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিল। এর জন্য ঈশ্বর তাদের প্রতি মঙ্গল করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১:২১)। যে গুপ্তচরেরা যিরীহো পরিদর্শন করতে গিয়েছিল, রাহব তাদের লুকিয়ে রেখে তার প্রতিদানে কি নিজের জীবন নিরাপদ করেননি; যখন সেই নগরের অবশিষ্ট লোকদের ধ্বংস করা হয়েছিল? (যিহোশূয় ৬:২৫)। শূনেমীয় স্ত্রীলোকটি ভাববাদী এলিয়ের ব্যবহারের জন্য একটি কামরা সব সময়ের জন্য প্রস্তুত রেখেছিলেন; আর এই ভালো কাজটির জন্য ঈশ্বর কি প্রতিদানে একটি সন্তান দিয়ে তাঁর মন আনন্দে ভরিয়ে দেননি? (২ রাজাবলি

৪:৯-১৭)। পুব্লিয়, যিনি মিলিতা দ্বীপের প্রধান ছিলেন, তিনি জাহাজ ভঙ্গের পর পৌলকে আতিথ্য প্রদান করেছিলেন; আর প্রভু এই করুণা প্রদর্শনের জন্য তাঁর অসুস্থ পিতাকে সুস্থ করেছিলেন (প্রেরিত ২৮:৭, ৮)।

একইভাবে ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি যারা মন্দ কাজ করেছে, ঈশ্বর সেই সব শত্রুদের প্রতি মন্দ প্রতিশোধ নিয়েছেন। যেমন দেখা যায় নিরীহ ইস্রায়েল সন্তানদের ধ্বংস করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা ফরৌণ করেছিল, তার পরিবর্তে ঈশ্বর মিশরের প্রতিটি প্রথমজাত সন্তানকে এক রাত্রিতেই হত্যা করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১২:২৯)। ধার্মিক মর্দখয়কে হত্য করার জন্য হামন একটি উঁচু ফাঁসিকাঠ প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু ঈশ্বর সবকিছু এমনভাবে সাজিয়েছিলেন যে শেষে হামন এবং তার দশ পুত্রকে সেই ফাঁসী কাঠেই ঝোলানো হয়েছিল (ইষ্টের ৭:১০)। অহীথোফল কীভাবে দাউদের পতন হতে পারে সে বিষয়ে চক্রান্ত করেছিল এবং পরামর্শ দিয়েছিল। আর সেই পরামর্শই বুমেরাং হয়ে তার ধ্বংস নিয়ে এসেছিল (২ শমূয়েল ১৭:২৩)।

রোম সাম্রাজ্যের নিষ্ঠুর শাসক ম্যাক্সিমাস খ্রীস্টধর্মকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার আদেশ দেওয়ার পর, নিজে এক মারাত্তক রোগে মারা গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন প্রেরিতদের দিনগুলিতে রাজা হেরোদের প্রতি ঘটেছিল (প্রেরিত ১২:২৩)। অনেক সময় মন্দের পরিশোধে শাস্তি খুব নিখুঁতভাবে এসেছে। নাবোতকে হত্যা করার পর আহাব রাজার কাছে এই বার্তা এসেছিল যে, কুকুরেরা যেখানে নাবোতের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেখানেই তারা আহাবের রক্ত চেটে খাবে। আর ঠিক তেমনই ঘটেছিল (১ রাজাবলি ২১:৯ এবং ২২:৩৮)।

শাস্ত্রেও এইরূপ সতর্কবাণী করা হয়েছে: ''যে খাদ খোদে সে তার মধ্যে পতিত হবে; যে প্রস্তর গড়িয়ে দেয়, তারই উপর তা ফিরে আসবে'' (হিতোপদেশ ২৬:২৭), এবং ''তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাণ করা যাবে'' (মথি ৭:২)।

৬। এই সমস্ত বিষয় যদি নিছক দুর্ঘটনা হয়ে থাকে, তাহলে তা শাস্ত্রের সঙ্গে কীভাবে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে মিলে যায়?

প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা ঘটার পেছনে যে সমস্ত শক্তি কাজ করে, ঈশ্বর কি অলৌকিকভাবে তাদের থামিয়ে দেন? এগুলি কোনো দুর্ঘটনা নয়, কিন্তু তা তাঁর বাক্যানুসারেই ঘটে থাকে: ''তুমি যখন জলের মধ্য দিয়া গমন করবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব; যখন নদ নদীর মধ্য দিয়া গমন করবে, সে সকল তোমাকে মগ্ন করবে না; যখন অগ্নির মধ্য দিয়ে চলবে, তুমি পুড়বে না, তার শিখা তোমার উপরে

জ্বলবে না" (যিশাইয় ৪৩:২)। প্রাকৃতিক কারণগুলি কি তাহলে ঈশ্বর ভক্তদের মঙ্গলের জন্য কাজ করে না? এটিও শাস্ত্রানুসারে ঘটে: ''কি জগত, কি জীবন, কি মরণ, কি উপস্থিত বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সকলই তোমাদের; আর তোমরা খ্রীস্টের, ও খ্রীস্ট ঈশ্বরের" (১ করিন্থীয় ৩:২২)।

যখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে ধার্মিক ব্যক্তি মন্দে পতিত হওয়া থেকে বিরত হয় এবং দুষ্ট কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়, তখন শাস্ত্রের এই অংশ যে কত সত্য ও প্রকৃত, তা জানা যায়: ''মানুষের পথ তার বশে নয়, মানুষ চলতে চলতে তার পাদবিক্ষেপ স্থির করতে পারে না" (যিরিমিয় ১০:২৩) এবং ''মানুষের মন তার পথের বিষয়ে সঙ্কল্প করে; কিন্তু সদাপ্রভু তার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন" (হিতোপদেশ ১৬:৯)। যখন দুষ্ট লোকের কৃত কর্ম তাদেরই উপরে ফিরে আসে, তখন গীতসংহিতা ৯:১৬ পদের সত্য প্রকাশ পায়: ''দুষ্ট সহস্তের কর্মপাশে বদ্ধ হয়।"

পারস্যের রাজা কোরস ঈশ্বরের প্রজাদের মুক্ত করে তাদের দেশে ফিরে যেতে দিয়েছিলেন, কারণ শাস্ত্রে সেইরূপ লেখা ছিল, যদিও বিষয়টি তাঁর স্বার্থের পরিপন্থী ছিল (যিশাইয় ৪৫:১৩)। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে, এমনকি তারা যখন সেটি করতে না চায় তখনও।

৭। এই বিষয়গুলি যদি দেবাৎ ঘটে থাকে তবে কীভাবে তারা ঠিক যথাসময়ে ঘটে?

পুরাতন নিয়মে এ ধরনের অনেক উদাহরণ আছে। হাগার যখন ভেবেছিল যে তার পুত্র ইস্মায়েলকে জল তেষ্টায় মৃত্যুবরণ করতে হবে, ঠিক সেই সময় তাকে জলের কূপের সন্ধান দেওয়া হয়েছিল (আদিপুস্তক ২১:১৬, ১৯)। অব্রাহাম যখন ইস্হাককে বলি দিতে তাঁর খড়্গ তুলেছিলেন, ঠিক সেই সময়ই স্বর্গদূত তাঁকে ডেকে বলি দেওয়ারা জন্য একটি মেষ দেখিয়েছিলেন (আদিপুস্তক ২২:১০-১৪)। যে সময় রাজা শৌল, দাউদকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে রাজাকে খবর দেওয়া হয়েছিল: ''পলেষ্টীয়রা দেশ আক্রমণ করেছে," (১ শমূয়েল ২৩:২৭)। অশূরেরা যে সময় জেরুশালেম আক্রমণ করার জন্য রওনা দিয়েছিল, সেইসময় অন্য দিক থেকে তাদের দেশকে আক্রমণ করার সংবাদ তাদেরকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল (যিশাইয় ৩৭:৭, ৮)। হামন যখন যিহূদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তা কার্যকারী করার জন্য প্রস্তুত হল,'' সে রাতে রাজার নিদ্রা দূরে গেল" (ইষ্টের ৬:১)। এই ধরনের অনুরূপ অনেক ঘটনার কথা বলা যায়, যা প্রমাণ করে কীভাবে নিখুঁত রূপে ঈশ্বরীয় বিচক্ষণতা ভক্তের জন্য কাজ করে।

৮। এই ঘটনাগুলি যদি কেবল দুর্ঘটনাবশত হয়ে থাকে, তবে তা কীভাবে পবিত্রজনদের প্রার্থনা অনুসারে ঘটে, যাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন, তাঁদের বিশেষ বিনতির উত্তর তাঁরা পেয়েছেন (১ যোহন ৫:১৫)?

অব্রাহামের দাস প্রার্থনা করে যাত্রা করেছিলেন, যেন ইস্হাকের জন্য স্ত্রী খুঁজে পান। তিনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করে প্রার্থনা করেছিলেন, সেই অনুসারেই তাঁর প্রার্থনার উত্তর এসেছিল (আদিপুস্তক ২৪:১৪-১৬)। ইস্রায়েল সন্তানরা প্রভুর কাছে ক্রন্দন করেছিল যখন ফরৌণ সেনাসহ তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিল; কিন্তু লোহিত সাগর তাদের সম্মুখে দ্বিভাগ হয়ে গিয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৪:১০)। আসা রাজা শত্রুদের সম্মুখীন হয়ে দেখলেন, তারা সংখ্যায় তার সেনাদলের চেয়ে কয়েক সহস্র বেশি, তখন তিনি প্রভুর কাছে ক্রন্দন করে বলেছিলেন, ''হে প্রভু, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, যে বলবানের এবং বলহীনের মধ্যে সাহায্য করে; হে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, আমাদের সাহায্য কর; কেননা আমরা তোমার উপর নির্ভর করি, এবং তোমারই নামে এই জন সমারোহের বিরুদ্ধে আসিয়াছি।" আর ঈশ্বর তাদের মহা বিজয়ে বিজয়ী করে উত্তর দিয়েছিলেন (২ বংশাবলি ১৪:১১)। পিতরকে কারাগারে বদ্ধ করা হলে, মণ্ডলী দিন রাত তার জন্য প্রার্থনা করছিল, এবং তাদের সেই প্রার্থনার উত্তর কীভাবে এসেছিল, তা প্রেরিত ১২: ১-১২ পদে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তিনি প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকেন; আর এই বিষয় কে অস্বীকার করতে পারে? ''কারণ সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে" (২ বংশাবলি ১৬:৯)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর কীভাবে সদয় তত্ত্বাবধানের সঙ্গে আমাদের জীবনে কাজ করেন

১। আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান

দাউদ ঈশ্বরের অপূর্ব কাজ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন, ''তুমিই আমার মর্ম রচনা করিয়াছ; তুমি আমাকে মাতৃগর্ভে বুনিয়াছিলে'' (গীত ১৩৯:১৩-১৬)। কিন্তু আমাদের এই দেহ কেবল মানুষের বাহ্যিক রূপ। ঈশ্বর এরই সঙ্গে মানুষকে চিন্তা করার এবং ভালোবাসার ক্ষমতা দিয়েছেন, এবং এই দিক থেকে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। ভেবে দেখুন, এই পৃথিবীতে আপনার জীবনের প্রথম দিন থেকে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আপনাকে পরিচালনা করে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করে নিরাপদে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন!

২। আমাদের জন্মের সময় এবং স্থানে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান
(ফ্লেভেলের লেখা ২ এবং ৩ বিভাগ দুটি এখানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে)

আপনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ঈশ্বর সেই সময় এবং স্থান নির্ণয় করেছিলেন। সব দেশ বাস করার জন্য মনোরম নয়; কিন্তু যে দেশে প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা হয় এবং তাঁর পুত্র প্রভু যীশু খ্রীস্টের পরিত্রাণের সুসমাচার স্বাধীনভাবে প্রচার করা হয়, সেই দেশে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত। আপনার পিতা ও মাতা উভয়েই যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হন, তাহলে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের উত্তমতা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। তাঁদের প্রার্থনা, শিক্ষা এবং আদর্শ আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে এবং অনন্ত জীবন সম্বন্ধে জানতে সাহায্য করে। কিন্তু আপনার মাতা ও পিতা খ্রীস্টবিশ্বাসী না হলেও, আপনি যদি ঈশ্বরকে জানতে আগ্রহী হন তবে বলা যায় সেক্ষেত্রে ঈশ্বর আপনার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন, কারণ সেখানে তো আপনার চারিদিকের মানুষের ঈশ্বরকে জানার কোনও আগ্রহ নেই এবং তাদের মন ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁর পথের বিরোধিতা করে!

৩। আমাদের নতুন জন্মের সময় ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আরও স্পষ্ট দেখা যায়, যখন তিনি মানুষকে নিজের স্বার্থপর চিন্তা থেকে মুক্ত করে, তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দেন। এটি এক মহান বিষয় যা আপনি চিন্তা করতে এবং সেই সম্বন্ধে কথা বলতে ভালোবাসবেন। বলা যায়, যাকোবের ''বেথেলের'' অভিজ্ঞতা, তাঁর মধুর চিন্তা সকলের মধ্যে একটি ছিল (আদি

২৮:১০-২২)। অন্যান্য ভক্তদেরও অনুরূপ ''বেথেলের'' অভিজ্ঞতা রয়েছে- যেখানে ঈশ্বর তাঁদের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন- যা কখনো ভোলা যাবে না।

বাইবেলের বহু ঘটনায় এই অদ্ভুত এবং অপূর্ব সদয় তত্ত্বাবধান, যার দ্বারা ঈশ্বর মানুষকে তাঁর বিষয়ে জ্ঞান দেন, তা দেখা যায়। একটি ছোট্ট মেয়েকে বন্দি করে ইস্রায়েল দেশ থেকে সিরিয়ার রাজার সেনাধ্যক্ষ নামানের পরিচারিকা হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর সেই মেয়েটি তাঁর পত্নীকে ইলীশায় ভাববাদীর কথা বলেছিল, যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের পরাক্রম ছিল, এবং নামান সেই কথা জানতে পেরে পরবর্তীকালে তাঁর কুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন (২ রাজাবলি ৫:৩)। যীশু খ্রীস্ট শমরীয়াতে গিয়ে সেখানে দুপুর বেলা এক কূপের কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আর এই সামান্য ঘটনা থেকে মহান পরিচালনা দেখা গেল। প্রথমে একজন শমরীয় নারী সেখানে এলেন এবং তারপর সেই শহর থেকে অনেক মানুষ এসে খ্রীস্টকে বিশ্বাস করলেন (যোহন ৪:৪-৪২)। ফিলিপ পথে সেই ইথিপীয় নপুংশকের রথে উঠলেন, যে সময় তিনি যিশাইয় ভাববাদী পুস্তক পাঠ করে খ্রীস্টের জ্ঞানের আলো গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন (প্রেরিত ৮:২৬-৩৫)।

সেই আদি কাল থেকে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে বহু মানুষ নানাভাবে যীশু খ্রীস্টের প্রতি ফিরেছে। একটি ভালো বইয়ের পাতা, যা দিয়ে কোন বস্তু বাজারে মোড়া ছিল তা ওয়েলসের এক জন প্রচারকের মনপরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। ভালো বই পাঠ প্রায়শই বহু মানুষকে খ্রীস্টের কাছে নিয়ে এসেছে। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, কোনো অজানা কারণে শেষ মুহূর্তে প্রচারকেরা প্রচারের বিষয় বদলেছেন, এবং কেউ না কেউ তা শুনে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে জেনে পরিত্রাতাকে গ্রহণ করেছে। কারারক্ষক, বন্দি করে রাখা ঈশ্বর ভক্তের কথা শুনে মন পরিবর্তন করেছে, যেমন পৌলের সময় ফিলিপীতে কারারক্ষকের ক্ষেত্রে ঘটেছিল (প্রেরিত ১৬:২৫-৩১)। এমনও ঘটেছে, যে দুষ্ট লোক কোন প্রচারককে ঠাট্টা করার জন্য এবং প্রচারে অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য গিয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর সেখানে সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার পাপ দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং সে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা লাভ করেছে।

আমি এমন একজন যুবককে জানি, যে আমেরিকা থেকে জাহাজে করে ইংল্যান্ডে এসেছিল। এই ব্যক্তি নিজের জীবন শেষ করে দিতে চেয়েছিল এবং মৃত্যু ও জীবনের চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাকে সকালবেলা তার আত্মহত্যার প্রচেষ্টার পর দেখেছিলাম এবং তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, তার চিন্তা কত ভুল, এবং তার সেই চিন্তার পরিবর্তন এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য খ্রীস্টে বিশ্বাস করা প্রয়োজন। সেই ব্যক্তি এরপর ঈশ্বরের কাছে এক গুরুতর এক অনুরোধ রেখেছিল, যেন

তার প্রাণে সেই পরিবর্তন আসে। আমি আশা ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলাম; কিন্তু বিকেলে দেখলাম সে তখনও বেঁচে আছে। সে বলল, প্রভু তাকে তার পাপ থেকে ফেরার জন্য সাহায্য করেছেন; কিন্তু একটি বিষয় তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রভু যীশু কি তাঁর অমূল্য রক্ত দিয়ে তাকে ধৌত করবেন, কারণ সে নিজের রক্তপাত করেছে? আমি তাকে বললাম, যে সমস্ত দুষ্ট হাত তাঁর রক্ত ঝরিয়েছিল এবং তাঁর প্রতি মন্দ যা তা করেছিল, খ্রীস্ট তাদের জন্যও তাঁর রক্ত সেচন করেছেন। তখন সে বলেছিল, ''আমি খ্রীস্টকে গ্রহণ করব এবং তিনি আমার জীবনে যা করেন, তাই মেনে নেব।'' পরের দিন সকালে, সবাইকে অবাক করে সে আরও সুস্থ হয়ে উঠল। ক্রমে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হল এবং আমেরিকায় ফিরে গেল। পরবর্তীকালে আমি তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি পত্র পেলাম, যেখানে লেখা ছিল, ঈশ্বর সেই যুবকের জীবনে এক মহান কাজ করেছেন। সত্যি, খ্রীস্টে মানুষকে পরিচালিত করার জন্য ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান কত অদ্ভুত!

আত্মাকে জাগরিত করতে ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের কাজ অদ্ভুতভাবে করে থাকেন; আর এই কাজ ততক্ষণ চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই প্রাণ সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করে। আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, যেখানে এক ব্যক্তি তার মন্দ জীবন এবং মন্দ বন্ধুদের থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, এবং কিছুদিন পরে সে আবার সেই মন্দ কাজে প্রলুব্ধ হয়েছিল; কিন্তু ঈশ্বরীয় পরিচালনায় সে হিতোপদেশ ১:২৪-২৬ পদে নিজের অবস্থা দেখতে পেয়েছিল। এরপর সে খুব অস্থির হয়ে ওঠে এবং মনে করে যে তার পাপের ক্ষমা সম্ভব নয়। কিন্তু ঈশ্বর তাকে শাস্ত্র থেকে লূক ১৭:৪ পদ দেখান এবং এ বিষয়টি তাঁর হৃদয়ে ও মনে শান্তি নিয়ে আসে। আরেকজন ভদ্র মহিলার কথা বলি, যিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। তিনি এমন হতাশ হয়েছিলেন যে, সব ধরনের সান্ত্বনা লাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেছিলেন। একদিন একজন সুসমাচারের পরিচর্যাকারী তাঁকে দেখতে গেলেন। ভদ্র মহিলা তাঁর হাতে একটি কাঁচের গ্লাস নিয়ে তা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, ''আমি নিশ্চিত এই গ্লাসটি চূর্ণ হওয়ার মতোই আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'' কিন্তু তাঁরা উভয়ে আশ্চর্য হলেন, যখন সেই গ্লাসটি মাটিতে পড়েও ভাঙল না! সেই পরিচর্যাকারী তখন তাকে তাঁর প্রতি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কথা বললেন। আর সেই সময় থেকে তার মনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়েছিল।

আপনি কি ঈশ্বরের সমস্ত অপূর্ব অনুগ্রহের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেন, যেমন আপনার করা উচিত? ঈশ্বর নিজ অনুগ্রহে প্রতিদিন মানুষের কাছে নানারূপ করুণা করে থাকেন; কিন্তু কোনটিই এটির মতো অপূর্ব নয়। চিন্তা করে দেখুন, ঈশ্বর নিজ সদয় তত্ত্বাবধানে

আপনার অনন্তকালীন মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, যা আপনি সময়ে সময়ে বুঝতে পারেন না। ''কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, ও তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ'' (যিশাইয় ৫৫:৮, ৯)। যে সময় যীশুকে দেখার জন্য সক্কেয় গাছে উঠেছিল, সে সময় তার কোন ধারণাই ছিল না, কী ঘটতে চলেছে; কিন্তু তার জন্য খ্রীস্টের কত প্রেমপূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। খ্রীস্ট তার অতিথি এবং পরিত্রাতা হতে সক্কেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন (লূক ১৯:২-১০)। আর এইরকমই আপনি হয়তো কোন চিন্তা না করেই কোন স্থানে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার শুনতে গিয়েছিলেন। আর তা আপনার কাছে পরিত্রাণের বার্তা এনেছিল। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে মানুষের কাছে অনেক মঙ্গলই আসে; কিন্তু তার কোনটাই এই রকম আত্মিকতায় উত্তম নয়। এই বিশেষ অনুগ্রহ ঈশ্বর নিজ বিশেষ প্রেমে কেবল তাঁর মনোনীতদেরই দিয়ে থাকেন (১ থিষলনীকীয় ১:৪, ৫)। আপনি যে সময় থেকে ঈশ্বরের প্রতি ফিরেছিলেন, সেই পিছন দিকে তাকিয়ে আপনি মনে করতে পারেন যে, সৃষ্টির আদি থেকে ঈশ্বর আপনাকে মনোনীত করেছিলেন, আর তাই আপনি ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে পারেন, যে সময় সেই পরিত্রাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই আত্মিক মঙ্গল চিরস্থায়ী, আর তা আপনার সঙ্গে চিরদিন থাকবে যদিও আপনার পিতা, মাতা, পরিবার, স্বাস্থ্য সব একদিন চলে যাবে।

৪। এই জীবনের প্রাত্যহিক কাজে তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের মূল লক্ষ্য হল, যেন এই জগতে এবং যে জগত আসতে চলেছে, সেখানে আপনার মঙ্গল হয়। অলসভাবে বাস করাটা সৎভাবে জীবন যাপন করা নয়, যেমন শাস্ত্রে ১ থিষলনীকীয় ৪:১১, ১২ পদে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে। সৎ পথে উপার্জন করার পথ কোন ক্ষুদ্র করুণা নয়। মানুষ যখন সাধারণ পেশায় রয়েছে তখনও ঈশ্বর মানুষকে কাজ করার জন্য ডাকেন। আমোষ এবং দাউদ উভয়েই মেষপালক ছিলেন, যখন ঈশ্বর তাঁদের আহ্বান করে একজনকে ভাববাদী এবং অন্যজনকে রাজা করলেন (আমোষ ৭:১৪, ১৫ এবং গীতসংহিতা ৭৮:৭০, ৭১) । পিতর এবং আন্দ্রিয় দুই জনেই জেলে ছিলেন; কিন্তু খ্রীস্ট তাঁদের ''মনুষ্যধারী'' হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন (মথি ৪:১৮, ১৯)।

কিছু মানুষ অভিযোগ করতে পারে, যে কাজে তারা রয়েছে, তা তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর, এবং তা তাদের সময়ের অনেকটাই নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে আমার উত্তর হল, যে ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় পূর্বেই দেখেছিলেন যে, এই কাজ আপনার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত,

যেখানে আপনি ঈশ্বরের সেবা করতে পারবেন। যদি আপনি আরও আরামে এবং বিশ্রামে থাকতেন তবে হয়তো আরও বেশি প্রলোভনে পড়তেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকত না। ''শ্রমজীবী অধিক কি অল্প আহার করুক, নিদ্রা তাহার মিষ্ট লাগে; কিন্তু ধনবানের পূর্ণতা তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেয় না'' (উপদেশক ৫:১২)। যদি আত্মিক বিষয়ে আপনার আগ্রহ থাকে, তাহলে কাজের সময়ও আপনি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আনন্দ করতে পারেন, এবং দিনে আপনি কিছু ফাঁকা সময়ও পাবেন, যখন তাঁর বাক্য চিন্তা করতে এবং প্রার্থনা করতে পারবেন।

আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তাহলে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি কখনো আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫)। ঈশ্বর নিজ সদয় তত্ত্বাবধানে আপনাকে পৃথিবীতে সেই স্থানেই রেখেছেন, যাতে আপনার অনন্তকালীন মঙ্গল হয়। আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমরা যেন আমাদের যা কিছু রয়েছে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট হই, যদিও তা হয়তো আমাদের গ্রাস আচ্ছাদন মাত্র (১ তীমথিয় ৬:৮)।

আদিপুস্তক ৩:১৯ পদে ঈশ্বর আদমকে যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের প্রতি প্রযোজ্য। তাই আমাদের হাতে আমরা যে কাজ করতে পাই, তা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে করতে হবে। তবে এই সময় আমাদের একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেন ধনী হওয়ার বাসনায় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক না হারাই। ''যারা ধনী হতে বাসনা করে তারা নানা প্রকার ফাঁদে এবং প্রলোভনে পড়ে'' (১ তীমথিয় ৬:৯)। ঈশ্বরই ধন লাভের ক্ষমতা দিয়ে থাকেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৮)। এমন কোনো কাজ করবেন না, যা নিয়ে আপনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারবেন না এবং সেই কাজকে আশীর্বাদ করার কথা বলতে পারবেন না (গীতসংহিতা ৩৭:৪, ৫)। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আপনাকে যে কাজে এবং যে স্থানে রেখেছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকুন। সেই সদয় তত্ত্বাবধান আপনার সমস্ত পরিকল্পনার চেয়ে প্রজ্ঞাপূর্ণ, যেন আপনার অনন্তকালীন মঙ্গল হয়। আপনি এই বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

৫। আমাদের পারিবারিক জীবনে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের এক বিশেষ হস্ত আপনার স্ত্রী বা স্বামী লাভে এবং পরবর্তীকালে সন্তান লাভে কাজ করে থাকে। এ বিষয়টি অব্রাহামের জীবনে স্পষ্টরূপে দেখা যায়, যিনি ইস্হাকের জন্য একজন স্ত্রীর অন্বেষণ করেছিলেন (আদিপুস্তক ২৪); হান্নার জীবনে শিশু শমূয়েলকে উপহার হিসাবে লাভ করার মধ্যে (১ শমূয়েল ১:২০); এবং যোহন বাপ্তাইজকের জন্মের ক্ষেত্রে যেমন সখরিয় এবং ইলিশাবেতের প্রতি ঘটেছিল (লূক ১:১৩, ১৪)। উপযুক্ত জীবন সঙ্গী লাভের ক্ষেত্রে এইরূপে আমরা

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে দেখতে পাই, যা এক সুখী এবং আনন্দময় বৈবাহিক জীবনে পরিচালিত করে। এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যখন দম্পতিদের মধ্যে একজনের জীবন অন্য জনের অনন্তকালীন আত্মিক মঙ্গলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ''কারণ হে নারি, তুমি কি করিয়া জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে পরিত্রাণ করিবে কি না? অথবা হে স্বামী, তুমি কি করিয়া জান যে তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্রাণ করিবে কি না?" (১ করিন্থীয় ৭:১৬)। যখন স্বামী ও স্ত্রী, উভয়েই খ্রীস্টবিশ্বাসী তখন সেই সদয় তত্ত্বাবধান তাদের সম্পর্ককে এই পৃথিবীতে কত মধুর করে তোলে, এবং স্বর্গীয় পরিত্রাণের আশায় পূর্ণ করে!

বহু মানুষ এই উত্তম বিষয়গুলিতে আনন্দ করতে পারে না। যদি আপনি এই মহান আশীর্বাদ লাভ করে থাকেন, তবে আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে এবং তাঁকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে যাবেন না। আপনি যেখানেই সুখে থাকেন, সেখানেই প্রভু আপনার কাছ থেকে প্রশংসা আশা করেন। মৃত্যু শীঘ্রই এই পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করবে; তাই এমনভাবে জীবন যাপন করুন যেন আপনাদের বিচ্ছেদের দিন মধুর হয়।

৬। আমাদের পরিবারের প্রতি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের বিভিন্ন উপকার

তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা আপনি জানেন- ''যুবসিংহের অনাটন ও ক্ষুধায় ক্লেশ হয়, কিন্তু যাহারা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে, তাহাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না" (গীতসংহিতা ৩৪:১০)। নিশ্চিভাবে, ''তিনি আপন ভয়কারীগণকে আহার দিয়াছেন; তিনি আপনার নিয়ম চিরকাল স্মরণ করিবেন" (গীতসংহিতা ১১১:৫)। প্রভু প্রতি প্রভাতে ''নতুন নতুন করুণা" করে থাকেন (বিলাপ ৩:২৩)। যাকোব বলেছিলেন, ''ঈশ্বর, প্রথমাবধি অদ্য পর্যন্ত আমার পালক হইয়া আসিতেছেন" (আদিপুস্তক ৪৮:১৫)।

আপনার জীবনের প্রথম দিন থেকে এ পর্যন্ত ঈশ্বরের সেই সদয় তত্ত্বাবধান লিপিবদ্ধ করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করব, যাতে আপনি দেখতে পান ঈশ্বর আপনার প্রতি কি না করেছেন! অনেক সময় ঈশ্বর গোপনভাবে এমন ছোট আশীর্বাদ করেন যা আমাদের পরিবারের জন্য প্রচুর হয়ে দাঁড়ায়। এ ঘটনা এলিয়ের আগমনের ফলে সারিফার এক বিধবার প্রতি ঘটেছিল (১ রাজাবলি ১৭:৮-১৬)। সম্প্রতিকালে বহু ভক্তের ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যে, যখন তাদের জরুরী প্রয়োজন, ঠিক সেই সময় ঈশ্বর কোনো না কোনো ভাবে তাদের অর্থ বা আহার জুগিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে, আমরা যা কিছু চাই তা নয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমাদের যা প্রয়োজন, তা সর্বদা জুগিয়ে থাকেন। ''আর আমার ঈশ্বর গৌরবে

খ্রীস্ট যীশুতে স্থিত আপন ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকার পূর্ণরূপে সাধন করিবেন" (ফিলিপীয় ৪:১৯)। যেভাবে তিনি সেই সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেন, তার মধ্যেও তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান প্রকাশ পায়। আমাদের প্রয়োজনগুলি একসঙ্গে সমস্তই পূর্ণ হয়ে যায় না। আমাদের প্রার্থনা এবং বিশ্বাস করতে হয়, যেন যখন সেই সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হয়, তখন স্পষ্টরূপে আমরা ঈশ্বর যে কত মঙ্গলময় তা দেখতে পাই।

আপনি যে কত প্রকারে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা দয়া করে ভুলে যাবেন না এবং ঈশ্বর যে ভবিষ্যতেও আপনাকে এইভাবে পরিচালিত করবেন, সেই নির্ভরতা থেকে দূরে সরে যাবেন না। ইস্রায়েল সন্তানরা সেই ভুলই করেছিল। তারা বলেছিল, ''দেখ তিনি শৈলকে আঘাত করিলেন জলধারা বহিল, স্রোতধারা প্রবাহিত হইল; তিনি কি অন্নও দিতে পারেন? আপন প্রাজাদের জন্য কি মাংস জোগাইবেন?" (গীতসংহিতা ৭৮:২০)। ঈশ্বরের পরাক্রম এতো অপূর্বরূপে দেখার পরেও তাদের মনে কত অবিশ্বাস কাজ করেছিল! তাই ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে আপনাকে যেখানে রেখেছেন, সেখানে সন্তুষ্ট থাকুন। আর যদি সমস্যা আসে, তখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে ভুলে যাবেন না (যিশাইয় ৪১:১৭ এবং ফিলীপিয় ৪:৬)। আকাশের পাখিরা জানে না পরবর্তী আহার কোথায় পাবে; কিন্তু স্বর্গস্থ পিতা তাদের আহার জোগান (মথি ৬:২৬)। খ্রীস্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা সকল স্মরণ করুন আর দেখবেন, আপনার যা কিছু আছে তাতেই আপনি সন্তুষ্ট।

৭। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের মন্দ থেকে দূরে রাখে

তাঁর বিচক্ষণ পরিচালনার বলে আমরা শয়তানের প্রবল আক্রমণ থেকে রক্ষা পাই। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, ''পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যেন তোমরা সহ্য করতে পার" (১ করিন্থীয় ১০:১৩)। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের ফলস্বরূপ এই পাপময় জগতে আমাদের পাপময় প্রকৃতিতে যে মন্দ রয়েছে, তা বন্যার জলের মতো বের হয়ে আসা থেকে আমরা রক্ষা পাই। সদোমের মানুষেরা যখন মন্দ লালসায় লোটের গৃহ আক্রমণ করেছিল, তখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান তাদের অন্ধতায় আহত করেছিল (আদিপুস্তক ১৯:১১)। অবীগলের মন আন্দোলিত হয়েছিল এবং তিনি দাউদের সঙ্গে ঠিক সময়ে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং নাবাল ও তার লোকদের হত্যা করা থেকে দাউদকে নিবৃত্ত করেছিলেন (১ শমূয়েল ২৫:৩৪)। উত্তম রাজা যিহোশাফট যখন দুষ্ট রাজা আহাবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁর নির্মিত জাহাজগুলি ভেঙে দিয়ে তাঁকে সেই কাজ থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন (২ বংশাবলি ২০:৩৫-৩৭)।

এক মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। আপনার মন্দ প্রকৃতি কতবার আপনাকে পাপের দিকে প্রলুব্ধ করেছে; কিন্তু ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে আপনি পতন থেকে রক্ষা পেয়েছেন। যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন: ''প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়'' (যাকোব ১:১৪)। প্রভু যদি নিজ করুণায় আমাদের বহু প্রলোভন থেকে রক্ষা না করতেন, তবে তা কত দুঃখময় হত। আপনি গণনা করে দেখতে পারেন, এইরূপ কত করুণা আপনি তাঁর পরিচালনায় লাভ করেছেন। তাই, কৃতজ্ঞ চিত্ত হোন, এবং মনে করবেন না কোন দুর্ঘটনাবশত বা নিজ প্রজ্ঞায় সতর্ক থাকার ফলে আপনি সেই পাপ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। ''ঈশ্বরের প্রেমে আপনাদিগকে রক্ষা কর'' (যিহূদা ২১), এবং ''সমস্ত রক্ষণীয় অপেক্ষা তোমার হৃদয় রক্ষা কর'' (হিতোপদেশ ৪:২৩)।

৮। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের অসুস্থতা এবং বিপদ থেকে রক্ষা করে

এই পৃথিবীতে চারপাশে অনেক বিপদ আমাদের ঘিরে রয়েছে। ২ করিন্থীয় ১১:২৩-২৭ পদে পৌল বলেছেন কতবার তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। আমরা প্রায়শই অসুস্থ হলেও, তাঁর অনুগ্রহ আমাদের জীবিত রাখে। চোখ শরীরের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও, এমন অনেক রোগ রয়েছে, যাতে তা আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে, তা সুরক্ষিত রাখার জন্য তাতে নানা আচ্ছাদন দিয়েছেন, যার মধ্যে চোখের পাতাও একটি। দাউদ প্রার্থনা করেছিলেন: ''নয়নের তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর'' (গীতসংহিতা ১৭:৮)।

যারা সমুদ্রযাত্রা করে, তাদের অনেকেই ঈশ্বরের অপূর্ব কার্যকলাপ দর্শন করেছে। গীতরচক সেই সম্বন্ধে তার গীত ১০৭:২৩-৩০ পদে লিখেছেন। যারা বহু বছর সমুদ্রে কটিয়েছে, তারা নানা প্রকার মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং সমস্ত দিন অনন্তকালীন ঈশ্বরকে স্মরণ করেছে। মনুষ্য সন্তানদের জন্য ঈশ্বরের অপূর্ব কাজ দেখে তারা মঙ্গলময় প্রভুর প্রশংসা করেছে!

ইতিহাসে এইরকম অগণিত উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর নিজ করুণায় মানুষকে রক্ষা করেছেন। আমাদের অনেকেই অভিজ্ঞতা থেকে নানা অবস্থায় তাঁর এই সদয় তত্ত্বাবধানের কথা বলতে পারি। আজকের দিন পর্যন্ত তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান আপনাকে কীভাবে সুরক্ষিত রেখেছে, তা চিন্তা করে দেখুন। চিন্তা করে দেখুন, আপনার দেহের নানা অঙ্গ তিনি কীভাবে নানা আঘাত থেকে রক্ষা করে রেখেছেন, এমনকি ঈশ্বরকে প্রভু হিসাবে জানার পূর্বে আপনি যখন সেগুলি পাপ কাজে ব্যবহার করেছেন, তখনও তিনি তা রক্ষা করে এসেছেন। আমাদের প্রতি তাঁর করুণা এবং ধৈর্য কত মহান!

ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান কেন আপনার প্রতি এত কোমল যত্ন নিয়েছে? এর উত্তর হল, যেন আপনি আপনার দেহ ঈশ্বরের সেবাকাজে ব্যবহার করেন। আপনি যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকেন, তবে আপনার দেহ খ্রীস্ট মূল্য দ্বারা ক্রয় করেছেন; দূতগণ তার যত্ন নিয়ে থাকেন, যেন আগামী জগতে আপনি তাঁর আনন্দ এবং গৌরবের অংশীদার হতে পারেন (১ করিন্থীয় ৬:২০, ইব্রীয় ১:১৪; ফিলিপীয় ৩:২১)। তাই এই বিষয়টি কতখানি যুক্তিযুক্ত, যেন আপনার দেহ ঈশ্বরের সেবাকাজে ব্যবহৃত হয়, এবং উল্লাস সহকারে তাঁর সেবা করতে করতে জীর্ণ হয়!

৯। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের আরও পবিত্র হতে সাহায্য করে

ঈশ্বর ভক্তদের বলা হয় যেন তারা নিজেদের, ''পাপের সম্বন্ধে মৃত কিন্তু খ্রীস্ট যীশুতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে জীবিত বলে গণনা করে'' (রোমীয় ৬:১১)। পবিত্র আত্মা, যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন, তিনি আমাদের দেহে বাসকারী পাপ মৃত্যুসাৎ করার ইচ্ছা জোগান, এবং তা বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেন। বিচক্ষণ ঈশ্বর একই ফল উৎপন্ন করতে তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে পবিত্র আত্মার সঙ্গে কাজ করেন।

পৌল দুঃখ সহকরে বিধান সম্বন্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, ''পাপের ব্যবস্থা আমার অঙ্গ মধ্যে আছে'' (রোমীয় ৭:২৩)। প্রত্যেক বিশ্বাসী দুঃখ সহকারে প্রতিদিন তা দেখতে পান। কিন্তু বিশ্বাসীর মধ্যে যে পবিত্র আত্মা বাস করেন, তিনি ভিতর থেকে এই পাপ প্রবণতার বিরোধিতা করেন, এবং ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান তার পথ বাইরে থেকে বন্ধ করে, যেন আমরা পাপ থেকে দূরে থাকি (হোশেয় ২:৬ এবং করিন্থীয় ১২:৭)। ঈশ্বর অনেক সময় আমাদের সমস্যার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান, যেমন কোন ধরনের অসুস্থতা, আমরা যেন দেখতে পাই এবং অনুভব করি, আমাদের মধ্যে পাপের বল কতখানি বর্তমান এবং আমরা যেন তাঁর প্রতি ফিরি। গীতরচক বলেছিলেন: ''দুঃখার্ত হইবার পূর্বে আমি ভ্রান্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার বচন পালন করিতেছি'' (গীতসংহিতা ১১৯:৬৭)। সময়ে সময়ে ঈশ্বর ভক্তদের মন জাগতিক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তাই, হিষ্কিয় রাজার হৃদয় যখন ধন সম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি গর্বিত হয়ে বাবিল থেকে আগত দূতদের তাঁর সম্পত্তি দেখিয়েছিলেন এবং তারপরই যিশাইয় ভাববাদী ভাববাণী করেছিলেন, শীঘ্রই তা বাবিলে নিয়ে যাওয়া হবে (যিশাইয় ৩৯)। রাজা দাউদ তার সুদর্শন, কিন্তু মুর্খ পুত্র আবশালোমকে খুব বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। আর ঈশ্বর অবশালোমকে হঠাৎ নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দাউদকে দেখালেন, তিনি কত ভুল ছিলেন (২ শমূয়েল ১৫-১৯)।

যে পাপ আমাদের মধ্যে বর্তমান, তা গর্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। আমরা সম্মানিত হলে, আমাদের হৃদয়ের সেই গর্ব বৃদ্ধি পায়, আর এই কারণে এক ভক্ত বলেছিলেন: ''যে আমার প্রশংসা করে, সে আমার দেহে ক্ষতের সৃষ্টি করে।'' জাগতিক বিষয়গুলি আমাদের পাপপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দ দেয় এবং তা আমদের কাছে আশার কথা বলে থাকে। ইয়োব যেমন বলেছিলেন: ''তখন আমি কহিতাম, আমি নিজ বাসার মধ্যে মরিব; আমার দিন বালুকার ন্যায় বহুসংখ্যক হইবে'' (ইয়োব ২৯:১৮)। কত শীঘ্রই এই ধরনের আশা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়, তবে এর মধ্যেও ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর না করে, এমন বিষয়ের উপরে নির্ভর করতে শুরু করে, যা তাদের আরামের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। আর সেইভাবেই ইস্রায়েলীরা মিশরের উপরে নির্ভর করতে শুরু করেছিল; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে মিশরকে এমন করলেন যে, তা তাদের নির্ভরতা নয় বরং ক্ষতের কারণ হল (যিহিষ্কেল ২৬:৬-৮)। অনেক সময় ঈশ্বর পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু নিয়ে আসেন; আর এইভাবে তিনি আমাদের হৃদয় সেই ব্যক্তি থেকে কেবল নিজের প্রতি ফেরান।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি শেষ করার আগে, আমি এই বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ করব, যে ঈশ্বর কত অপূর্বরূপে আমাদের জীবনে কাজ করেন। এই সন্ধিক্ষণে আমার চিন্তাসকল দাউদের একটি গীতের দ্বারা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা যায়। ''হে সদাপ্রভু, মনুষ্য কি যে তুমি তাহার পরিচয় লও? মর্ত্যের সন্তান কি যে তুমি তাহাকে গণ্য কর?'' (গীত ১৪৪:৩)। শলোমন রাজা ঈশ্বরের এই মহত্বের কথা ভেবে বলেছিলেন: ''স্বর্গ এবং স্বর্গের স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করতে পারে না'' (২ বংশাবলি ২:৬)। ভাববাদী যিশাইয় ঘোষণা করেছিলেন, ''দেশ, জাতিগণ কলসের একটি জলবিন্দুর তুল্য . . . তাঁহার সম্মুখে সমস্ত জাতি অবস্তুবৎ'' (যিশাইয় ৪০:১৫ এবং ১৭)। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ উত্তম অবস্থাতেও ঈশ্বরের সামনে পাপী এবং অযোগ্য। মানুষের জীবন শূন্য নাটকমাত্র, এবং তার বৎসর সকল ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ।

ভেবে অবাক লাগে যে, এই মহান ঈশ্বর,আমাদের জন্য এত চিন্তা করেন এবং তাঁর সমস্ত সদয় তত্ত্বাবধান ব্যবহার করে আমাদের পক্ষে কাজ করেন। তিনি যদিও নিজেকে নিয়েই যথেষ্ট খুশী, এবং আমাদের কোনো প্রয়োজন তাঁর নেই। আমরা তাঁতে কিছু যোগ করতে পারি না। তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে তাঁর অনন্তকালীন প্রেমে এবং অনুগ্রহে আমাদের মনোনীত করেন, যেন আমরা তাঁর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠি। রাজা দাউদ যদি বলতে পারেন, ''আমি তোমার অঙ্গুলি নির্মিত আকাশমণ্ডল, তোমার স্থাপিত চন্দ্র এবং তারকামালা নিরীক্ষণ করি, (বলি) মর্ত্য কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ

কর? মনুষ্য সন্তান কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান কর? (গীত ৮:৩, ৪)। তবে আমরা আরও কত বেশি বলতে পারি: ''আমরা যখন তোমার একমাত্র প্রিয় পুত্রের কথা চিন্তা করি, যিনি মহান এবং উত্তমতায় আমাদের চিন্তার অতীত, তখন বলি প্রভু মানুষ কি, যে খ্রীস্টকে তার জন্য প্রাণ দিতে হল?"

''প্রতি প্রভাতে নতুন নতুন করুণা আমাদের জন্য রয়েছে" (গীতসংহিতা ৪০:৫ এবং বিলাপ ৩:২৩ দেখুন)। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান জলের প্রস্রবণের মতো, যেখান থেকে ইহজীবন এবং আগামী জীবন সম্পর্কিত মঙ্গল সাধারণ এবং অসাধারণভাবে মানুষের মধ্যে দিয়ে এবং ব্যক্তিগত পথে এমন সংখ্যায় নেমে আসে, যা গণনা করা যায় না। বিশ্বাসীর জীবনে যা কিছু ঘটে, স্বর্গদূতগণ তার তত্ত্বাবধান করে থাকেন (ইব্রীয় ১:১৪)।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরের বিশেষ সদয় তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে কেন আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে?

ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ভক্তদের তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে বিশেষ পরিচালনা দান করেন, তা উপলব্ধি করার পর, আমরা দেখতে পাই, তিনি আমাদের তাঁর কাজ সম্বন্ধে যত্নসহকারে চিন্তা করতে বলেছেন, বিশেষ করে, আমরা যখন সমস্যায় পড়ি। এই কাজ আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করবে (মথি ৬:২৮)। আর তা না করলে, আমরা ঈশ্বরের অসন্তোষ জন্মাব (গীতসংহিতা ২৮:৪, ৫)। আমরা যদি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে যত্ন সহকারে লক্ষ্য না করি, তবে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি না। গীতসংহিতার ১০৭ গীতে বলা হয়েছে, ঈশ্বর কীভাবে সমস্যার সময় তাঁর প্রজাদের যত্ন নিয়ে থাকেন (৪-৭পদ); কারাগারে বন্দি অবস্থায় (১০-১৪ পদ); যারা অসুস্থ তাদের জন্য (১৭-২০ পদ); প্রচণ্ড সমুদ্রে নাবিকদের প্রতি (২৩-৩০ পদ) এবং দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গত মানুষদের প্রতি (৩৩-৪০ পদ)। এই সমস্ত কিছুর জন্য মানুষ যেন ঈশ্বরের প্রশংসা করে; আর তাই ১০৭ গীতের ৪৩ পদে গীতরচক বলেছেন: 'জ্ঞানবান কে? সে এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিবে, তাহারা সদাপ্রভুর বিবিধ দয়া আলোচনা করিবে।" এই সমস্ত বিষয় দেখলে আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।

দাউদ রাজা অতীতে ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিচালনা এবং তার জন্য কৃত মহান কাজ চিন্তা করে ভবিষ্যতে বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। ''যে সদাপ্রভু সিংহের থাবা হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তিনি এই পলেষ্টীয়ের হস্ত হইতে আমকে উদ্ধার করিবেন" (১ শমূয়েল ১৭:৩৭)। প্রেরিত পৌল বলেছেন, ঈশ্বর ''এত বড় মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও উদ্ধার করিবেন; আমরা তাহাতেই প্রত্যাশা করিয়াছি যে, ইহার পরেও তিনি উদ্ধার করিবেন" (২ করিন্থীয় ১:১০)। যীশু তাঁর শিষ্যদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, কারণ তাঁরা সেই অলৌকিক ঘটনা ভুলে গিয়েছিল যে, কীভাবে তিনি পাঁচটি রুটি এবং কয়েকটি মাছ দিয়ে বিশাল জনতার জন্য আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন (মথি ১৬:৯, ১০)।

চতুর্থ অধ্যায়

আমরা ঈশ্বরের বিশেষ সদয় তত্ত্বাবধানের কথা কীভাবে চিন্তা করব

১। গভীরভাবে আপনি যতটা পারেন এবং যতক্ষণ পারেন, ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কথা স্মরণ করুন।

আসফ বলেছিলেন, ''আমি সদাপ্রভুর কর্ম সকল উল্লেখ করিব। তোমার পূর্বকালীন আশ্চর্য ক্রিয়া সকল স্মরণ করিব। আমি তোমার সমস্ত কর্ম ধ্যানও করিব; তোমার ক্রিয়া সকল আলোচনা করিব" (গীতসংহিতা ৭৭:১১, ১২)। আপনি যদি আপনার জীবনের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈশ্বর আপনার জন্য যা করেছেন, তা স্মরণ করেন, তবে অর্ধেক পথেই আপনার হৃদয় গলে যাবে। আর যদি তা না হয়, তবে সেই হৃদয় সত্যিই বড়ো কঠিন হৃদয়! আপনার জীবনে ঈশ্বরের কাজ ইতিহাসের মতো, পৃথিবীতে পাঠ করার জন্য এমন মধুর আর কোনো ইতিহাস নেই।

ঈশ্বর কীভাবে আপনাকে পরিচালিত করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করুন, যে পর্যন্ত না আপনি তা স্পষ্টভাবে বুঝে উঠতে পারছেন। এলিয়ের দাস আকাশের দিকে চেয়ে ছিল, যে পর্যন্ত না একখানি ছোট মেঘ আকাশে দেখতে পেয়েছিল এবং শীঘ্রই তা আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। তাই প্রথমে আপনি আপনার প্রতি কৃত তাঁর কিছু সদয় তত্ত্বাবধানের কথা স্মরণ করুন এবং হয়তো তার মধ্যে আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না; কিন্তু ''সাত বার" দেখুন এবং আপনি তার মধ্যে গৌরব বৃদ্ধি পেতে দেখবেন, যেমনটি সেই মেঘ ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের বিষয় মূল্যায়ন করার পূর্বে আপনাকে অনেক বিষয় মাথায় রাখতে হবে। কোনো ঘটনা ঘটার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, বিশেষ কোনো ঘটনার প্রকৃতি, যে পথে একটি দয়ার কাজ অন্যগুলির দিকে নিয়ে যায় এবং যে অদ্ভুত পথে সেই সদয় তত্ত্বাবধান আপনার কাছে এসেছে। সর্বোপরি সেই সদয় তত্ত্বাবধান, যা আমাদের জীবনে ঘটেছে, তার উদ্দেশ্য চিন্তা করতে হবে। ''আর আমরা জানি, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যাঁহারা তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাহাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কার্য করিতেছে" (রোমীয় ৮:২৮)।

শেষে বলতে হয় যে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের সঙ্গে প্রার্থনার যোগ আছে। আপনি যা চান, ঈশ্বর যখন তা আপনাকে দেন, তখন সেই সদয় তত্ত্বাবধানের মধ্যে আপনার প্রার্থনার স্বাক্ষর রয়েছে!

২। চিন্তা করে দেখুন, সেই সদয় তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য কীভাবে পূর্ণ হয়েছে।

যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানদের বলতে পেরেছিলেন: ''তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমদের বিষয়ে যত মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটিও বিফল হয় নাই'' (যিহোশূয় ২৩:১৪)। ঈশ্বরের সকল ভক্তের জন্যই এ কথা সত্য। আমাদের চারপাশে যা ঘটছে, তা যদি আমাদের বিচলিত করে, তাহলে ঈশ্বরের বাক্য সে সম্বন্ধে কী বলে তা দেখুন , দেখবেন, শীঘ্র আপনার মন বিশ্রাম পাবে। গীতরচক ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করে এ বিষয়ে সত্য উপলব্ধি করে বলেছিলেন, ''যাবৎ আমি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ না করিলাম, ও তাহাদের শেষ ফল বিচার না করিলাম'' (গীতসংহিতা ৭৩:১৭)।

আমাদের নিজেদের স্বার্থে উচিত হবে শাস্ত্রের নিয়ম গুলির নিকটবর্তী থাকা। আমরা যখন তা করতে ব্যর্থ হই, তখন তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের দেখিয়ে দেয়, আমাদের কোথায় ভুল হয়েছে, যেমন দাউদকে দেখানো হয়েছিল, যখন তিনি মারাত্মক পাপ করেছিলেন (২ শমূয়েল ১২:১১, ১২)। শাস্ত্রে লেখা আছে, মানুষের উপরে নির্ভর করার চেয়ে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা শ্রেয়; বাস্তবিক যে কেউ ঈশ্বরের উপরে নির্ভর না করে, মানুষের উপরে নির্ভর করে, শাস্ত্র তার উপরে অভিশাপ বর্তানোর কথা বলে (গীতসংহিতা ১১৮:৮ এবং যিরমিয় ১৭:৫)।

কত অপূর্বরূপে ঈশ্বরের বাক্য প্রতিজ্ঞা করে যে, তিনি ধার্মিকদের যত্ন নিয়ে থাকেন! যীশু বললেন, ''আমি তোমাদের সত্য বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য বাড়ি, কি ভ্রাতৃগণ, কি ভাগিনী, কি মাতা, কি পিতা, কি সন্তানসন্ততি, কি ক্ষেত্র ত্যাগ করেছে; কিন্তু এখন ইহকালে তার শতগুণ না পাবে . . . এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাবে'' (মার্ক ১০:২৯, ৩০)। প্রেরিত পৌল সেই কাজটিই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''আমাদের যেন কিছুই নাই, অথচ আমরা সর্বাধিকারী'' (২ করিন্থীয় ৬:১০)। পৌলের সময় থেকে বহু ভক্ত অনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করলে অনেক বেশি লাভ করা যায়।

শাস্ত্র বলে, ঈশ্বর ভক্তরা যে কোনও অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি কোনো ক্রমে তাঁদের ছাড়বেন না এবং পরিত্যাগ করবেন না (ইব্রীয় ১৩:৫)। তিনি নানা সমস্যার সময়ও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন (গীতসংহিতা ৯১:১৫)। নিজেকে প্রশ্ন করে দেখুন, ঈশ্বর কখনো আপনাকে কোন বোঝার নিচে চূর্ণ হতে দিয়েছেন কি না। আপনি হয়তো দাউদের মতো অনুভব করেছেন, যখন দাউদ মনে মনে বলেছিলেন, ''কোনো একদিন আমি শৌলের হস্তে বিনষ্ট হইব'' (১ শমূয়েল ২৭:১); কিন্তু তাঁরই মতো আপনি সমস্যা থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন এবং ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা যথাযথভাবে আপনার জীবনে পূর্ণ হয়েছে। অসুস্থতা এবং অন্ধকারময় দিনগুলিতে ঈশ্বরের বাক্যই একমাত্র আশ্রয় ও বল (গীতসংহিতা ১১৯:৫০, ৯২) এবং সেই কারণেই তা লেখা

হয়েছিল (রোমীয় ১৫:৪)। এই সত্য কী হাজার হাজার অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়নি? যদি সদয় তত্ত্বাবধান আপনাকে এই ধরনের প্রতিজ্ঞা দেখিয়ে থাকে এবং নিশ্চিত করে থাকে যে, প্রভু আপনাকে প্রেম করেন এবং আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, তবে আপনার ভার আগের তুলনায় নিশ্চয়ই অনেক সামান্য হয়ে পড়েছে! সদয় তত্তাবধান ঈশ্বরের বাক্য সম্মত, যা বলে আমাদের যা কিছু আছে, তা বৃদ্ধি করার একমাত্র পথ হল, হৃষ্টচিত্তে দান করা, কারণ তা ঈশ্বরকে দেওয়ার সমান (হিতোপদেশ ১১:২৪, ২৫; ১৯:১৭)। মনের অভ্যন্তরে যদি শান্তির আনন্দ পেতে চান, তবে সবচেয়ে উত্তম পথ হল, ঈশ্বরের বাক্য পালন করা এবং সবকিছু সদাপ্রভুর কাছে সমর্পণ করা (গীতসংহিতা ৩৭:৫-৭; হিতোপদেশ ১৬:৩)।

অবশ্য, আমি একথা বলছি না যে, বিশ্বাসীরা কখনো কষ্টে পড়ে না। আবার, ঈশ্বর যে সমস্ত পাপের ততক্ষণাৎ শাস্তি দেন, তা-ও বলছি না (তিনি যদি তাই করতেন, তাহলে কে তা সহ্য করতে পারত? (গীতসংহিতা ১৩০:৩)। কিন্তু আমি বলি, ঈশ্বর যখন তাঁর সন্তানদের ক্লেশের মধ্যে ফেলেন, তখন তা হল তাঁর করুণার প্রকাশ। এই ধরনের সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা তিনি আমাদের চেতনা দেন, এবং সেইসঙ্গে তাঁর বাক্যের প্রতিজ্ঞা সকল পূর্ণ করেন।

৩। এ বিষয়ে নিশ্চিত জানুন যে, ঈশ্বরই তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের সমস্ত বিষয়ের কারণ ও সাধনকর্তা

''তিনিই করুণা সমষ্টির পিতা এবং সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর'' (২ করিন্থীয় ১:৩)। ''তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন যে, এই সকল দ্রব্যে তোমাদের প্রয়োজন আছে'' (মথি ৬:৩২)। তাই সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হতে আপনাকে কেবল বলতে হবে আপনার কী প্রয়োজন (ফিলীপিয় ৪:৬) । ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখুন, তিনি বিনামূল্যে তাঁর অনুগ্রহ দান করে থাকেন, যা আপনার কাছে নানাবিধ করুণা নিয়ে আসে। অবশ্য এগুলির সবই খ্রীস্টের রক্তের মাধ্যমে এবং তাঁর অনুগ্রহের চুক্তির কারণে আসে (১ করিন্থীয় ৩:২২, ২৩)।

কখনো ভুলে যাবেন না যে, ঈশ্বর সার্বভৌম। তিনি মহান, সর্বশক্তিমান এবং তিনি যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন (গীতসংহিতা ১১৫:৩)। কয়েক বছর আগে, আপনার অস্তিত্বও ছিল না। ঈশ্বর যখন আপনাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার ইচ্ছা করলেন, তখন কোন স্থানে আপনি জন্মাবেন, তার উপরেও আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

বিভিন্ন দুঃখজনক ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত দুঃখময় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং তিনি যে মঙ্গলময়, তা দেখতে

চেষ্টা করুন। এমন কি অন্ধকারময় মুহূর্তেও ঈশ্বর যে মঙ্গলময়, তা আমরা দুটি দিক দিয়ে দেখতে পাই- করুণা, যার কারণে তিনি এখনও পৃথিবীকে সময় দিয়ে যাচ্ছেন এবং আগামী জগতে তাঁর প্রজাদের পরিত্রাণ দানের কাজ। তাই, আপনার সকল অসুবিধার মধ্যেও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা দেখতে চেষ্টা করুন! আপনার কষ্টভোগের পরিমাণ এবং সময় এমনই যে আপনি কখনো সম্পূর্ণরূপে অসহায় হয়ে পড়েন না। তা দেখে নিজেকে সেই প্রশ্ন করুন, যা ঈশ্বর যোনাকে করেছিলেন: ''. . . ক্রোধ করে কি তুমি ভালো করছ?'' (যোনা ৪:৯)। প্রভুর বিশ্বস্ততার অর্থ, যখন প্রয়োজন, তখন তিনি শৃঙ্খলায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন; কিন্তু তা করার সময়, তিনি তাঁর প্রজাদের পরিত্যাগ করবেন না (১ পিতর ১:৬ এবং ২ করিন্থীয় ৪:৯)। আপনি যা হারিয়েছেন, তার চেয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে অনেক বেশি কিছু পেয়েছেন, তা কি দেখতে পান না? তিনি যুগপর্যায়ের শৈল, ''যিনি অদ্য, কল্য এবং চিরকাল একই আছেন'' (ইব্রীয় ১৩:৮)। হয়তো আপনার পরিস্থিতি দুই তিন দিনের কিছু দুঃখজনক ঘটনা বদলে দিয়েছে; কিন্তু ঈশ্বর যা ছিলেন, তাই আছেন; সময় তাঁর কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। ''তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে'' (যিশাইয় ৪০:৮)।

৪। আপনার হৃদয়কে আন্দোলিত করুন, যেন ঈশ্বর যে বিভিন্ন প্রকারে আপনার তত্ত্বাবধান করেন, আপনি তা বুঝতে পারেন (উপদেশক ৭:১৪)।

দুই ধরনের সান্ত্বনা আছে- স্বাভাবিক এবং আত্মিক। সময় আছে, যখন খ্রীস্টবিশ্বাসীদের উভয় বিষয়ে আনন্দ করা প্রয়োজন (ইষ্টের ৯:২২) এবং সময় আছে, যখন সাধরণ সুখকর অবস্থায় মানুষ আনন্দ করতে পারে না (গীতসংহিতা ১৩৭:২)। কিন্তু এমন কোনো সময় নেই, যখন আত্মিক আনন্দ এবং সান্ত্বনা, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তার অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না (১ থিষলনীকীয় ৫:১৬ এবং ফিলিপীয় ৪:৪)। এমন কি সবচেয়ে খারাপ সমস্যা যখন খ্রীস্টবিশ্বাসীদের কাছে আসে, তখন আমাদের এই প্রশ্নগুলি করা উচিত হবে:

ক) ঈশ্বরে আমাদের যে সান্ত্বনা আছে, তা কি এই ধরনের সমস্যা নষ্ট করতে পারে? কারণ সেগুলি কেবল সাময়িক, আর ঈশ্বরে আমাদের আনন্দ অনন্তকালীন!

খ) যখন ঈশ্বর আমাদের সকল সমস্যার মধ্যে আমাদের সঙ্গে আছেন, তখন আমরা কেন দুঃখার্ত হব? কারণ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, ''আমি সঙ্কটে তাহার সঙ্গে থাকিব'' (গীতসংহিতা ৯১:১৫)। এই বাক্য আমাদের সমস্ত সমস্যার মধ্যে বল জোগাবে।

গ) আমরা খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কেন দুঃখার্ত হব, যতক্ষণ আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের যে কোন কাজ আপাত দৃষ্টিতে মন্দ বলে মনে হলেও, তা ঈশ্বরের ঘৃণার চিহ্ন নয়? ঈশ্বরের হৃদয় তাঁর সন্তানদের জন্য প্রেমে পূর্ণ, যদিও সেই তত্ত্বাবধানের বিষয়ে তাঁর ভ্রূকুটি থাকে।

ঘ) আমাদের হতাশ হওয়ারও প্রয়োজন নেই, যখন আমরা নিশ্চিত যে, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়েও ঈশ্বর আমাদের জীবনে মঙ্গল নিয়ে আসবেন? (রোমীয় ৮:২৮)।

ঙ) আমরা কেন ঈশ্বরে আমাদের আনন্দের কথা চিন্তা করব না, কারণ সময় নিকটপ্রায় যখন সকল দুঃখ অদৃশ্য হবে, এবং আমরা আর কোনো কষ্ট পাব না। ''ঈশ্বর আমাদের সকল চোখের জল মুছিয়ে দেবেন'' (প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭)।

তাই, সর্ব অবস্থায় ঈশ্বর যদি আপনার আনন্দ ও শান্তির স্থল হন, তবে এ বিষয়ে যত্নবান হোন, যেন জাগতিক কোন বস্তুর প্রতি আপনার দৃঢ় আসক্তি না থাকে। প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের কথা চিন্তা করলে, পার্থিব বিষয়গুলি আপনার কাছে বড়ো ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। অনন্তকালীন বিষয়ের প্রতি আপনার হৃদয় স্থির করুন এবং পার্থিব বিষয়ে ক্ষণিক আনন্দের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার যে সহভাগিতা, তা কখনো হারাবেন না। এই জগতে আমাদের অধিক কি অল্প থাকুক, আমাদের সন্তুষ্ট হতে শিখতে হবে (ফিলিপীয় ৪:১১, ১২)।

যারা খ্রীস্টবিশ্বাসী নন, তাদের আমি এই বিষয়গুলি আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখতে বলি। শাস্ত্র বলে, অধার্মিকদের জন্য অনন্তকালীন স্থান হল নরক। আপনি যে এখনও বেঁচে আছেন, তা আপনার প্রতি ঈশ্বরের ধৈর্য এবং করুণার প্রমাণ। আপনি কোনো করুণা পাওয়ার যোগ্য নন, কিন্তু ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আপনার জীবনকে দীর্ঘ করেছে। সুসমাচার, যা আপনাকে নরকের শাস্তি থেকে মুক্ত করে, তা কি আপনার কাছে অর্থহীন? যারা অনন্তকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছে তারা যদি আপনার স্থানে আর একবার ফিরে আসে, তবে তারা কী বলবে?

ঈশ্বরের প্রজাদের আমি আবার বলি, প্রভু যীশুতে আপনারা যে আত্মিক করুণা এবং আশীর্বাদ লাভ করেছেন, তা বিবেচনা করে দেখুন। তাদের মধ্যে কেবল একটি করুণাও এ জগতে আপনার সমস্ত সমস্যাকে মধুর করে তুলতে পারে। ''ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীস্টে আশীর্বাদ করিয়াছেন'' (ইফিষীয় ১:৩)। চিন্তা করে দেখুন, আপনার পাপের কারণে

ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনার প্রাপ্য কী এবং তা থেকে পরিষ্কার করার জন্য কী প্রয়োজন। আপনার পাপের জন্য অনন্তকালীন বিনাশ আপনার প্রাপ্য, তবু আপনি তাঁর বিবিধ করুণা ভোগ করে থাকেন! যে সমস্ত সমস্যা আপনার জীবনে আসে তা আপনার মধ্যে যে পাপ বর্তমান, তা থেকে উদ্ধার করার জন্য। তবু আপনি কি আপনার মধ্যে গর্বিত চিত্ত খুঁজে পান না? ভেবে দেখুন, আপনি স্বর্গের কত কাছে! আরেকটু ধৈর্য ধরুন, এবং আপনার হৃদয় যা চায়, সেই মতো সবকিছুই আপনার মঙ্গলের জন্য ঘটবে, ''কারণ যখন আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তখন অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরও সন্নিকট" (রোমীয় ১৩:১১)।

৫। আপনি যে আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, তা যদি সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আসতে দেরি হয়, তবে প্রার্থনায় ক্লান্ত হবেন না।

আমরা সবসময় সবকিছু খুব দ্রুত চাই। কিন্তু ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে যদি আমাদের জীবনে দুঃখ আসে, তবে তা আমাদের হৃদয়ে তেমন প্রভাব ফেলে না। আমরা অধৈর্য্য হয়ে ভুল করি। আমরা যখন দীর্ঘ সময় ধরে প্রার্থনা এবং অপেক্ষা করি, তখন যে উত্তর আমরা পাই, তা আরও মধুর হয়। ''এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর, আমরা এঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন। ইনিই সদাপ্রভু, আমরা এঁরই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা এঁর কৃত পরিত্রাণে উল্লাসিত হইব, আনন্দ করিব" (যিশাইয় ২৫:৯)। অজ্ঞ শিশুরা সবুজ আপেল মুখে দেয়; কিন্তু যখন পাকা ফল ঝড়ে পড়ে, তখন তার স্বাদ এবং গন্ধই আলাদা!

প্রায়ই দেখা যায়, ঈশ্বরের প্রজারা যখন আশা প্রায় হারিয়ে ফেলেন, তখন আশীর্বাদ অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়। মিশর এবং বাবিল থেকে ঈশ্বরের প্রজাদের মুক্তির সময় এ রকমই ঘটেছিল (যাত্রাপুস্তক ২:২৩ এবং যিহিষ্কেল ৩৭:১১)। অনেক সময়, আমাদের নিজেদের কারণেই সম্ভাব্য আশীর্বাদ আসতে দেরি হয়, কারণ আমরা তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত না-ও হতে পারি। যে কারণেই হোক না কেন, আমরা কখনো তা লাভ করার যোগ্য নই। আশীর্বাদ সবসময়ই ঈশ্বরের বিশুদ্ধ অনুগ্রহ। তাই, ধৈর্য ও ধন্যবাদপূর্ণ অন্তঃকরণে অপেক্ষা করার পিছনে যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

৬। সদয় তত্ত্বাবধানের পথ সম্বন্ধে কখনো প্রশ্ন বা বিচার করবেন না।

ঈশ্বরের কাজে এবং বাক্যে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা বোঝা কষ্টকর; কিন্তু তাই বলে আমাদের উচিত হবে না, ঈশ্বরের কাজ বিবেচনা করার সময় আমরা পার্থিব গর্বিত বিষয়গুলি ব্যবহার করি। আসফ অত্যন্ত সাহাসের সঙ্গে ঈশ্বরের এই নিগূঢ় তত্ত্বাবধানের অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন, ''আমি তাহা বুঝিবার জন্য চিন্তা

করিলাম, কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হইল" (গীতসংহিতা ৭৩ :১৬)। ইয়োবও এ বিষয়ে অপরাধী ছিলেন (ইয়োব ৪২:৩)। আমি জানি, ঈশ্বরের বাক্যে এবং তাঁর কাজে এমন কিছুই নেই, যার পিছনে কোনও কারণ নেই। মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন দুঃখময় পরিস্থিতির পিছনে কোনও কারণ খুঁজে পায় না; কিন্তু এমন অনেক কিছু রয়েছে, যা মানুষের চিন্তার উর্ধ্বে। সেই কারণে যত্নবান হোন, যেন আপনি নিজের বোধশক্তির উপরে বেশি নির্ভর না করেন। মানুষের মান অনুসারে কোন কিছুর বিচার করাটা স্বাভাবিক; কিন্তু কোন কিছুই সেরকম বিপজ্জনক নয়!

পঞ্চম অধ্যায়

ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে যা করেন, তা দেখে
আমরা যে আনন্দ ও উপকার লাভ করি

এখানে আমার অবশ্যই বলা উচিত, প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করে এবং তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানকে কাছ থেকে দেখে, আমরা যে মহা আনন্দ পেয়ে থাকি, তা বর্ণনা করা যায় না।

১। এর দ্বারা আপনি প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা উপভোগ করতে পারেন।

গীতসংহিতা ১০৪ গীতে, ঈশ্বররে সদয় তত্ত্বাবধানের উপরে ধ্যান করা হয়েছে। গীতরচক বলেছেন: ''তাঁহার কাছে আমার ধ্যান মধুর হউক'' (৩৪ পদ)। সহভাগিতায় দুটি বিষয় থাকে- ঈশ্বর নিজেকে ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন এবং ভক্ত তাঁকে উত্তর দেয়। এই সহভাগিতার যে প্রভাব আমাদের উপরে পড়ে, তা চারভাবে দেখা যায়:

ক) ইয়োব এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পবিত্রজনদের মতো আমরা বুঝতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সামান্যতম করুণা, এবং যে সত্য তিনি আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, তা পাওয়ার অযোগ্য। আমরা বলতে বাধ্য: ''তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার কিছুরই যোগ্য নই'' (আদিপুস্তক ৩২:১০)।

খ) ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম বৃদ্ধি পায়, আমরা যখন তাঁর বিবিধ করুণা স্মরণ করি। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের করুণা ভালোবাসে; কিন্তু ঈশ্বরের ভক্তরা করুণার ঈশ্বরকে ভালোবাসে।

গ) ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান ধ্যান করার মাধ্যমে, তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা উপভোগ করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের পাপ সম্বন্ধে সাবধান হতে আমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাভ করি।

ঘ) এর কারণে ঈশ্বরের সেবা করা এবং তাঁর বাধ্য হওয়া সহজ হয়। দাউদ এবং যিহোশাফট তা দেখতে পেয়েছিলেন (গীতসংহিতা ১১৬:১২; ২ বংশাবলি ১৭:৫, ৬)।

তাই, দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান অধ্যয়ন করলে বিশ্বাসীর প্রাণ ঈশ্বরের সঙ্গে কত অপূর্ব সহভাগিতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আর তা সম্ভব, আপনি যদি তাঁর সঙ্গে গমনাগমন করেন! আপনার হৃদয় যখন এই প্রভাব অনুভব করে, তখন প্রভু বলবেন; ''তুমি যে অনুগ্রহ দ্বারা লাভবান হয়েছ, তা উত্তম পাত্রে দত্ত হয়েছিল!'' তিনি চিরকাল আপনার মঙ্গল করে আনন্দ পাবেন।

২। ঈশ্বর দত্ত সদয় তত্ত্বাবধানের কথা চিন্তা করে, আমরা আমাদের খ্রীস্টীয় জীবনে প্রচুর আনন্দ লাভ করি। ''সদাপ্রভুর কর্ম সকল মহৎ; তৎপ্রীত সকলে সেই সকল অনুশীলন করে'' (গীতসংহিতা ১১১:২)।

ক) ঈশ্বরের চরিত্রের বিভিন্ন দিক কীভাবে একসঙ্গে তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে কাজ করে, তা দেখুন। অনেক সময়, তা একে অপরের বিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু শেষে সকলে একত্রে মেলে। ''দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল'' (গীতসংহিতা ৮৫:১০)। এই সমস্ত পদ ইস্রায়েল জাতির বাবিলের বন্দিদশা থেকে প্রত্যাগমনকে নির্দেশ করে। ৭০ বছর পূর্বে ঈশ্বর নিজ সত্যে ও ধার্মিকতায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু যথাসময়ে ইস্রায়েল জাতি বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাত করুণা এবং শান্তি লাভ করেছিল! এত বছর পূর্বের প্রতিজ্ঞা এবং ৭০ বছর পরে তার পূর্ণতা এই দুটিকে দুই বন্ধুস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা বহু বছর পরে পরস্পরের সাথে চুম্বন করেছিল। যখনই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে ঘটনাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মেলে, তখনই বিশ্বাসীরা তা আনন্দ সহকারে আলিঙ্গন করে।

খ) ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান দেখলে আপনিও অনেক সময় দেখতে পাবেন আপনার প্রার্থনা এবং আশাগুলি যেন মৃত অবস্থা থেকে জেগে উঠছে। ঈশ্বর অনেক সময় আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে দেরি করেন, আর আমরা বলে থাকি: ''আমি কহিলাম, আমার বল এবং সদাপ্রভুতে আমার প্রত্যাশা নষ্ট হইয়াছে'' (বিলাপ ৩:১৮)। কিন্তু আমরা যাদের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, সেই সমস্ত প্রার্থনারই যখন উত্তর আসে, তখন আমরা কত সান্ত্বনায় পূর্ণ হই! ইয়োব, যাকোব এবং দাউদের জীবন থেকে আমরা দেখি, যে কোনো কোনো সময় তাঁরা জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত সদয় তত্ত্বাবধানের পর, তাঁরা তাঁদের জীবনে পুনরায় শান্তি এবং আশা ফিরে পেয়েছিলেন; অনেকটা যেন মৃত্যু থেকে জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো।

গ) অনেক সময় সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের জীবনের সেই সমস্ত বিষয়ে কত আশীর্বাদ নিয়ে আসে, যেগুলিকে আমরা আমাদের জীবনে দুর্দশা ও বিপর্যয় বলে মনে করেছিলাম। যোষেফকে যখন মিশরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি ভাবতেই পারেননি যে, তা তাঁর মঙ্গলের জন্য; তবুও এর মধ্যে ঈশ্বরের যে মঙ্গল পরিকল্পনা ছিল, তা তিনি পরবর্তীকালে দেখতে পেয়েছিলেন (আদিপুস্তক ৪৫:৫)। আমরাও কতবার দাউদের মতো বলেছি: ''আমি যে দুঃখার্ত হইয়াছি, এ আমার পক্ষে উত্তম'' (গীত ১১৯:৭১)। প্রথমে আমরা চোখের জলে হাহুতাশ করে, আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হই, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা সেগুলির মধ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ দেখে আনন্দ করি।

ঘ) কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়টি কত সান্ত্বনাদায়ক, যখন সে নিজের মধ্যে মন্দ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না; কিন্তু সেই সময়েই সে দেখতে পায়, ঈশ্বর তার জন্য কত চিন্তা করেন। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে নিজের জীবনে দেখতে পেয়ে রাজা দাউদের মতো তিনি বলতে পারেন, ''কেবল মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে'' (গীতসংহিতা ২৩:৬)। অন্যেরা মঙ্গলের অন্বেষণ করে, কিন্তু তা তাদের কাছ থেকে পলায়ন করে! কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তদের জীবনে মঙ্গল ও দয়া অনুসরণ করে, যদিও সময়ে সময়ে তারা পাপ করে এবং বিপথে যায়। নিশ্চিতভাবে, ঈশ্বরের প্রজারা তাঁর ধন এবং ''তিনি ধার্মিকদের হতে চক্ষু ফিরান না'' (ইয়োব ৩৬:৭)।

ঙ) এ জগতে এমন কি রয়েছে, যা আমাদের এইরূপ আনন্দ দান করতে পারে, যা এই জ্ঞান করে থাকে যে, যা কিছু আমাদের জীবনে ঘটছে, তা আমাদের স্বর্গে যাওয়ার পথে সাহায্য করেছে? যদিও ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে অনেক সময় আমাদের জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝার মতো মনে হতে পারে এবং সময়ে সময়ে তা আমাদের বিপক্ষে কাজ করতে পারে। তবুও একটি বিষয় নিশ্চিত যে, সেগুলি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসছে এবং তাঁর গৌরবের জন্য উপযুক্ত করে তুলছে।

৩। ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কাজ করেন, সেগুলি আলোচনা করার দ্বারা আপনার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবিশ্বাস দূর হবে।

সাধারণভাবে মানুষের উত্তম হৃদয়েও ভক্তিহীনতা থাকে এবং তা আরও শক্তিযুক্ত হয় যখন আমরা ভুল পথে সদয় তত্ত্বাবধানকে চিন্তা করি। আমরা আসফের মতো এই কথা বলতে প্রলুব্ধ হই: ''দেখ ইহারাই দুর্জন, ইহারা চিরকাল নির্বিঘ্নে থাকিয়া ধন বৃদ্ধি

করিয়াছে" (গীতসংহিতা ৭৩:১২)। কিন্তু আমরা যদি যত্নসহকারে বিবেচনা করি ঈশ্বর কীভাবে কিছু দুষ্টকে শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং আগামীদিনে তা দেবেন, তখন আমাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের মধ্যে তাঁর প্রজ্ঞা, পরাক্রম, প্রেম এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁর প্রজাদের বিপদ, ভয় এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে উত্তীর্ণ করে থাকেন, এবং তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়! প্রভু এই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে নিজেকে ভক্তদের কাছে প্রকাশ করে থাকেন (গীতসংহিতা ৯৪:১)। নিজের অভিজ্ঞতার দিকে তাকান এবং ভেবে দেখুন, আপনার কঠিন সময়ে কে আপনার কাছে সমস্ত বিষয় যুগিয়েছিল। তিনি প্রভু নন কি? ''তিনি আপন ভয়কারীদিগকে আহার দিয়াছেন; তিনি আপনার নিয়ম চিরকাল স্মরণ করিবেন" (গীতসংহিতা ১১:৫)। আপনি কীভাবে বিভিন্ন ধরনের বিপদ, অসুস্থতা এবং দুর্ঘটনা পার করে এসেছেন? কোনও সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে ছিলেন, এবং কেবল তাঁর যত্নের জন্যই আপনি রক্ষা পেয়েছেন। আপনার প্রার্থনার উত্তরের মধ্যে দিয়েও স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের হাত দেখতে পাওয়া যায়। ''আমি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিলাম, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন, আমার সকল আশঙ্কা হইতে উদ্ধার করিলেন। এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন, ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন" (গীতসংহিতা ৩৪:৪, ৬)। আপনি কি আবিষ্কার করেননি যে, ঈশ্বরের হাত আপনাকে পরিচালনা দিয়েছে, এবং যে আশীর্বাদের কথা কখনো চিন্তাও করেননি, তা আপনার কাছে এসেছে? ঈশ্বরের প্রজারা তাঁর বড়ো প্রিয়। তিনি তাদের জন্য সবকিছু করে থাকেন (গীতসংহিতা ৫৭:২)।

৪। সদয় তত্ত্বাবধানের তালিকা প্রস্তুত করলে, তা আপনাকে ভবিষ্যতে কঠিন সময়ে উত্তীর্ণ হওয়ার বিশ্বাস যোগাবে।

নতুন কোনো পথের চেয়ে, যে বিশ্বাসের পথে আপনি চলেছেন, তাতে গমন করা অনেক সোজা, কারণ নতুনের ক্ষেত্রে আপনি পরবর্তী এক ধাপ পরে কী রয়েছে, তা দেখতে পান না। আমরা যখন খ্রীস্টে প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম, তা অনেক শক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী বিশ্বাসগুলি প্রথম অভিজ্ঞতার কারণে সহজ হয়ে গিয়েছে। যখন আমরা নতুন করে কোনও সমস্যার মধ্যে পড়ি তখন এমন কথা বলা সহজ: ''এটি প্রথম নয়, কিন্তু এর আগেও আমি অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পড়েছি এবং উত্তীর্ণ হয়েছি।" শিষ্যদের কাছে যখন কোনও খাবার ছিল না, খ্রীস্ট তখন তাদের সেই পূর্বের অলৌকিক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন (মথি ১৬:৮-১১)। তিনি বলেছিলেন, ''হে অল্পবিশ্বাসীরা" কারণ অতীতে ঈশ্বরের নানা পরাক্রমের কাজ দেখার পর তাঁদের ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা উচিত ছিল। দুইভাবে আমরা আমাদের অবিশ্বাস

দেখাতে পারি- আমরা ঈশ্বরের পরাক্রম সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি, এবং তিনি সাহায্য করবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারি। ইস্রায়েল সন্তানরা মনে করেছিল কিছু বিষয় ঈশ্বরের পক্ষে করা অসম্ভব। তারা প্রশ্ন করেছিল, ''ঈশ্বর কি প্রান্তরে মেজ সাজিয়ে দিতে পারেন? তিনি কি অন্নও দিতে পারেন? আপন প্রজাদের জন্য কি মাংস জোগাবেন?'' (গীতসংহিতা ৭৮:১৯, ২০)। আমরা যেহেতু বুঝতে পারি না, সাহায্য কীভাবে আসবে, সেইহেতু আমরা কোনও কিছুই আশা করতে পারি না। কিন্তু এই ধরনের সমস্ত অবিশ্বাসের অবসান হয়, যখন আমরা আমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করি। ঈশ্বর অতীতে সাহায্য করেছেন; আর তাই তিনি আবার সাহায্য করতে পারেন। তাঁর ক্ষমতা এবং শক্তি পূর্বের মতোই এক রয়েছে!

অবিশ্বাস থেকে এই প্রশ্নও জন্মাতে পারে, ঈশ্বর কি অতীতের মতো *এখনও* তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। দাউদ এবং প্রেরিত পৌলের জীবনে দেখা যায়, তাঁরা অতীতে ঈশ্বর যা করেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের জন্যও নিশ্চিত হয়েছিলেন (১ শমূয়েল ১৭:৩৬; ২ করিন্থীয় ১:১০)। ঈশ্বর যে মঙ্গলময়,অতীতের এই ধরনের নানান অভিজ্ঞতার পর কি আর কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে?

অবিশ্বাস থেকে আবার প্রশ্ন আসতে পারে, তা হল, আমার মতো পাপী এবং মন্দ মানুষ, ঈশ্বরের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে, যে ঈশ্বর আমার জন্য এই কাজ বা ঐ কাজ করবেন? আপনি হয়তো উত্তরে বলতে পারেন, ঈশ্বরের করুণা আমার কাছে এসেছিল, যখন আমি বর্তমান সময়ের চেয়ে মন্দ ছিলাম, তাই আমি আশা করতে পারি যে, তিনি আমার প্রতি এখনও তাঁর মঙ্গল করে যাবেন, যদিও আমি তার যোগ্য নই। ''কেননা আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি ঈশ্বরের সহিত তাঁহার পুত্রের মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত হইলাম, তবে সম্মিলিত হইয়া কত অধিক নিশ্চয় তাঁহার জীবনে পরিত্রাণ পাইব'' (রোমীয় ৫:১০)।

৫। অতীতের সদয় তত্ত্বাবধানকে স্মরণ আমাদেরকে অবিরত তাঁর প্রশংসা এবং ধন্যবাদ করতে সাহায্য করে, স্বর্গদূতরা যে কাজে স্বর্গে নিয়োজিত এবং যা পৃথিবীতে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে আনন্দজনক বিষয়।

পুরাতন দিনের ঈশ্বরের প্রজাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: ''তাহারা ত্বরায় তাঁহার কার্যসকল ভুলিয়া গেল'' (গীতসংহিতা ১০৬:১৩)। যদিও ঈশ্বর তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানে অতীতে প্রান্তরে তাদের অন্ন জুগিয়েছিলেন, তবু ঈশ্বর যে প্রশংসা আশা করেছিলেন, তা তারা করেনি (গণনাপুস্তক ১১:৬)। কিন্তু রাজা দাউদ সমস্ত শক্তির সাথে নিজেকে উত্তোলিত

করে ঈশ্বরের বিবিধ করুণার জন্য তাঁর ধন্যবাদ এবং প্রশংসা করে বলেছিলেন, ''হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর; হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর" (গীতসংহিতা ১০৩:১)। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আমরা যা লাভ করি, তার জন্য তত নয়, কিন্তু যিনি দাতা, সেই মঙ্গলময় এবং করুণাময় ঈশ্বরের জন্য প্রশংসায় ভক্তের অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। যেমন দাউদ বলেছিলেন: ''কারণ তোমার দয়া জীবন হইতে উত্তম, আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করিবে" (গীতসংহিতা ৬৩:৩)। জীবন দান ও তা সংরক্ষণ করা সদয় তত্ত্বাবধানের মূল্যবান দিক; কিন্তু যে অনুগ্রহের কারণে ঈশ্বর তা করে থাকেন, তা এই কাজগুলির চেয়ে আরও উত্তম।

আমরা প্রতিদিন তাঁর করুণা লাভ করে থাকি এবং সেই কারণে ধন্যবাদ দেবার প্রচুর কারণ রয়েছে। ''ধন্য প্রভু, যিনি দিন দিন আমাদের ভার বহন করেন" (গীত ৬৮:১৯)। ঈশ্বরের কোমল করুণা তাঁর সদ্ তত্ত্বাবধানের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। ''পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন"(গীত ১০৩:১৩)। তাঁর গভীর অনুভূতি আনকটা সন্তানের প্রতি মায়ের করুণার মতো (যিশাইয় ৪৯:১৫)। তাই তাঁর চরণ তলে তাঁর পবিত্রতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়, কারণ তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের নীচ অবস্থার প্রতি অবনত হয়ে দেখেন; আর এই বিষয়টি চিন্তা করা সবচেয়ে আনন্দজনক বিষয়।

৬। যত্নসহকারে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান বিবেচনা করলে, খ্রীস্ট যীশু আমাদের প্রাণে আরও মূল্যবান হয়ে উঠবেন।

খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের কাছে প্রবাহিত হয়, এবং সমস্ত প্রশংসা আমাদের কাছ থেকে তাঁর কাছে ফিরে যায়। ''সকলই আমাদের, কারণ আমরা তাঁর" (১ করিন্থীয় ৩:২১-২৩)।

ক) এই জীবনে আমাদের সকল আশীর্বাদ এবং আত্মিক ও অনন্তকালীন করুণা খ্রীস্ট যীশুর রক্তের গুণে আমাদের কাছে এসেছে। তাঁর মৃত্যুর কারণে পাপ আমাদের কাছ থেকে যা হরণ করেছিল, তা তিনি আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন। ''খ্রীস্টের সহিত ঈশ্বর আমাদের সকলই বিনামূল্যে দিয়ে থাকেন: যেমন পরিত্রাণ এবং সেখানে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি" (রোমীয় ৮:৩২)। ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আমরা উত্তম যা কিছু লাভ করি, তা অবশ্যই খ্রীস্টের মৃত্যুর দ্বারা আমাদের কাছে আসে।

খ) যেহেতু আমরা খ্রীস্টের সহিত সম্মিলিত হয়েছি, তাই সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আমরা যা কিছু লাভ করি, তা আমাদের কাছে আশীর্বাদের কারণ হয়। যখন আমরা খ্রীস্টে রয়েছি, তখন আমরা আদমের মাধ্যমে পতনের কারণে যা হারিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ করি।

গ) সদয় তত্ত্বাবধানের জন্য স্বর্গদূতদের নিয়োগ করা হয়েছে; কিন্তু খ্রীস্টই তাদের আদেশ করে থাকেন। কেউ যদি আপনার প্রতি ভালো কিছু করে, তবে তার জন্য প্রভু যীশুই আদেশ করে থাকেন। দম্মেশকের খ্রীস্টবিশ্বাসীদের জন্য যত্ন নেওয়ার কারণেই শৌলকে থামিয়ে তিনি তাদের হত্যা করার প্রক্রিয়া বন্ধ করেছিলেন (প্রেরিত ৯)।

ঘ) আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করে খ্রীস্ট করুণার দরজা খুলে দিয়েছিলেন, আর তিনি ঈশ্বরের সাক্ষাতে চিরকাল উপস্থিত থেকে সেই দরজা খোলা রাখেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬; ইব্রীয় ৯:২৪)। তা যদি সত্য না হত, তবে আমাদের কৃত প্রতিটি পাপ সেই করুণার পথ রুদ্ধ করে দিত। কিন্তু ''যদি কেহ পাপ করে তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীস্ট; আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত'' (১ যোহন ২:১, ২)।

ঙ) আপনার প্রার্থনার সকল উত্তর যীশু খ্রীস্টের কাছ থেকে আসে। তাঁর নামের কারণে, আপনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যা কিছু পিতার কাছে চান, তা অস্বীকার করা পিতার পক্ষে অসম্ভব (যোহন ১৫:১৬)। তাই ভেবে দেখুন, এই মহান এবং গৌরবময় সুযোগের জন্য আপনি আমাদের প্রিয় যীশু খ্রীস্টের কাছে কতখানি ঋণী।

চ) আপনি যে সকল আশীর্বাদ উপভোগ করেন, অনুগ্রহের চুক্তি তা নিশ্চিত করে, এমনকি আপনার প্রতিদিনের আহারও (গীত ১১১:৫) এবং সেই সঙ্গে আত্মিক করুণাসকল। এটি হল নতুন নিয়ম (চুক্তি) যার জন্য খ্রীস্টের রক্ত মূল্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে (১ করিন্থীয় ১১:২৫)। তাই, আপনার অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীস্টকে প্রতিটি উত্তম বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, যা আপনি নতুন নিয়মের কারণে লাভ করেছেন।

৭। যত্নসহাকারে সদয় তত্ত্বাবধান বিবেচনা করলে, তার অপূর্ব শক্তি আমাদের হৃদয়কে ধন্যবাদে পূর্ণ করে দেবে।

আপনি যখন শিশু ছিলেন, তখনও কি প্রভু আপনার তত্ত্বাবধান করেননি, এবং আপনাকে পাপ ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করেননি, যার মধ্যে অনেকে পড়ে ধ্বংস হয়?

''তুমি এখন অবধি কি আমাকে ডাকিয়া বলিবে না? 'হে আমার পিতা, তুমিই আমার বাল্যকালের মিত্র?'" (যিরমিয় ৩:৪)। এরপর আমাদের জীবনে যে সমস্ত পরিবর্তন আমাদের সাজিয়ে তুলেছে, তাদের কথা চিন্তা করুন। আমরা যদি নিজেদের চেষ্টায় সেগুলি সাজাতে চেষ্টা করতাম, তার চেয়ে কত উত্তম রূপে তা করা হয়েছে। আমাদের সঙ্কল্প ও ঈশ্বরের সঙ্কল্প এক নয়, এবং আমাদের পথ এবং ঈশ্বরের পথ এক নয় (যিশাইয় ৫৫:৮)। আমাদের নিজেদের কল্পনা অনুসারে চললে, আমরা সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে, অবাক করার মতো যে সমস্ত বিষয় লাভ করেছি, তার জন্য আরও উত্তম পথের কথা চিন্তা করতে হত। যখন আপনার প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময় আপনার এক বন্ধুর মনে আপনাকে সাহায্য করার ইচ্ছা জাগল, অথবা আপনাকে গ্রহণ করার জন্য এক পথ খুলে গেল! এরপর সেই তত্ত্বাবধানের বিষয়টি আপনার থেকে দূরে যায়, তার কারণ হয়তো আপনার তার আর প্রয়োজন নেই, বা অন্য কোনও দরজা খুলে গিয়েছে। সদয় তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে নিজ প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের কোমলতার কথা চিন্তা করে দেখুন! এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে অন্যের তুলনা করে দেখুন, এমনকি আপনার আত্মীয় এমন কারও সঙ্গে, যিনি খ্রীস্টবিশ্বাসী নন। আপনি অবাক হবেন, আপনার প্রতি ঈশ্বরের অবাক করার মতো অনুগ্রহ দেখে, যার কারণে এই ব্যবধান আপনার চোখে পড়বে। ''এষৌ কি যাকোবের ভ্রাতা ছিলেন না?" (মালাখি ১:২)। কীভাবে এই সদয় তত্ত্বাবধান আপনার ক্ষেত্রে কাজ করেছে, তা চিন্তা করুন, এবং সেইসঙ্গে আপনি প্রভুর প্রতি কীরূপ ব্যবহার করেছেন, তা তুলনা করুন। অতীতে আপনি অনেক মন্দ কাজ করেছেন, তবু আপনি একবারের জন্যও মনে করতে পারবেন না যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি মন্দ কিছু লাভ করেছেন। শেষে বলি, আপনার বিভিন্ন বিপদ এবং ভয়ের মধ্যে দিয়ে, ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান কীভাবে আপনাকে সমস্ত সমস্যা থেকে উদ্ধার করেছেন, তা তুলনা করে দেখুন। আপনার জীবনের উপরে যখন কালো মেঘ ছেয়ে গিয়েছিল, যখন আপনার স্বাধীনতা, বা আপনার কোনো প্রিয়জন বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আপনি প্রভুর প্রতি ফিরেছিলেন, আর তিনি উদ্ধার লাভের জন্য পথ করে দিয়েছিলেন, এবং আপনার সকল ভয় থেকে নিস্তার করেছিলেন (গীত ৩৪:৪)।

এমন দ্রুততার সঙ্গে জীবন যাপন করবেন না, যেখানে কিছুক্ষণ বসে এইসব চিন্তা করার সময় আপনার হবে না। আপনার প্রতি ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের এই সমস্ত অপূর্ব আবিষ্কারকে আপনার হৃদয়ে চিন্তা করুন।

৮। যত্নসহকারে সদয় তত্ত্বাবধান বিবেচনা করলে, আপনি আপনার অন্তরে অভ্যন্তরীণ শান্তি পাবেন।

গীতরচক বলেছেন: ''আমি শান্তিতে শয়ন করিব এবং নিদ্রাও যাইব, কারণ হে ঈশ্বর তুমি একাকী আমাকে নির্ভয়ে বাস করিতে দিতেছ'' (গীতসংহিতা ৪:৮)। গীতরচক দৃঢ়তার সঙ্গে জানতেন যে, পাপের ভয় তাঁর অভ্যন্তরীণ শান্তি হরণ করতে পারবে না। তিনি তাঁর সকল বিষয় বিশ্বস্ত পিতা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করেছেন, যিনি সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর জন্য সব কিছু করেছেন, এবং সেই কারণে তিনি রাতে নিদ্রার যে শান্তি, তা হারাতে পারেন না। দুটি বিষয় আমাদের জীবনের শান্তি নষ্ট করতে পারে- অতীতের হতাশার বিষয়গুলি নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় করা। আমরা যখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আলোচনা করছি, তখন অনেকগুলি বিষয় রয়েছে, যা একজন খ্রীস্টবিশ্বাসীর মনে শান্তি নিয়ে আসে, এমনকি যখন তার চারধারে সবকিছু অনিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে:

ক) সবকিছুর উপরে সদয় তত্ত্বাবধানের সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে। এই বিষয়টি যাকোবের জীবনে দেখা যায়। তিনি যোষেফকে বলেছিলেন: ''আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না; কিন্তু দেখ ঈশ্বর আমাকে তোমার বংশও দেখালেন'' (আদিপুস্তক ৪৮:১১)। সদয় তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে কোন কিছুই ঈশ্বরের অসাধ্য নয়।

খ) সদয় তত্ত্বাবধানের গভীর প্রজ্ঞা। আমরা যা দেখে সুন্দর মনে হয়, এমন বিষয় থেকে আমরা কতবার মঙ্গল আশা করেছি, এবং এমন কিছু থেকে মুখ ঘুরিয়েছি যা বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে। তবু শেষে সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের কাছে স্পষ্ট করেছে, যা সুন্দর মনে হয়েছিল, তার মধ্যে বিপদ ছিল এবং যাতে আমরা ভয় পেয়েছিলাম, তার মধ্যে মঙ্গল নিহিত ছিল।

ঘ) অতীতের সদয় তত্ত্বাবধানের কাজ। ''এ পর্যন্ত সদাপ্রভু আমাদের সাহায্য করিয়াছেন'' (১ শমূয়েল ৭:১২)। তিনি সেই একই ঈশ্বর যেমন তিনি পূর্বে ছিলেন এবং তিনি বিশ্বস্ত।

ঙ) যখন খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের আত্মিক জীবনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন ঈশ্বর এমনভাবে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, যাতে তাদের হৃদয় নম্র এবং আরও পবিত্র হয়। আর তিনি তখন আবার তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে সুর বদলান এবং বলেন: ''হে বিপথগামিনি ইস্রায়েল, ফিরিয়া আইস; আমি তোমাদের প্রতি ক্রোধদৃষ্টি করিব না। যেহেতু আমি দয়াবান, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না'' (যিরমিয় ৩:১২, ১৩)।

চ) ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেন, তার সঙ্গে যদি অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি তাঁর ব্যবহারের তুলনা করি, তবে আমাদের আশা আরও সতেজ হয়ে ওঠে। তিনি আকাশের পাখিদের প্রতি যত্ন নিয়ে থাকেন, যাদের কোনও মানুষ তত্ত্বাবধান করে না এবং সেইসঙ্গে মাঠের তৃণের প্রতিও যত্ন নেন। আমরা কি তাহলে সত্যিই মনে করতে পারি যে, তিনি নিজ প্রজাদের ভুলে যাবেন, যারা তাঁর কাছে অনেক বেশি মূল্যবান? (মথি ৬:২৬, ৩০)। যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে, যারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে, তাদের প্রতিও তাঁর যত্নের কথা ভাবলে আমাদের মন শান্তিতে ভরে যায়। নিশ্চিতভাবে, তিনি যাদের ভালোবেসে নিজ পুত্রকে দান করেছেন এবং স্বর্গের জন্য মনোনীত করেছেন, তাদের তত্ত্বাবধান করতে তিনি ভুলে যাবেন না।

৯। যত্নসহকারে ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান বিবেচনা করলে, আমাদের জীবনের পবিত্রতা বৃদ্ধি পাবে। ''সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্মশীল, আপনার সমস্ত কার্যে দয়াবান'' (গীত ১৪৫:১৭)।

ঈশ্বর অনেক সময় যা পরিকল্পনা করেছেন, তা সাধন করতে দুষ্টলোকদের ব্যবহার করেন, কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ। মানুষের পাপের দ্বারা তাঁর পবিত্রতায় আঁচ পড়ে না, যেমন সূর্য যে ময়লা গাদার উপরে তার কিরণ দিয়ে থাকে, তার দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের পাপ থেকে বিরত করে এবং আমাদের আরও পবিত্র হতে সাহায্য করে। অনেক বেশি সমৃদ্ধি অনেক সময় আমাদের চিত্তকে গর্বিত করতে পারে, আর সেই কারণে অনেক সময় আমরা যা চাই, তা তিনি আমাদের দেন না। হয়তো আমাদের দেহ দুর্বল এবং অসুস্থতায় জীর্ণ, কিন্তু এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেইসব পাপ থেকে দূরে রাখেন, যা হয়তো আমরা বলবান এবং সুস্থ থাকলে করে বসতাম।

আমরা যদি পাপ করি তবে আমাদের পিতা ক্রুদ্ধ হন। তিনি তখন এমনভাবে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন যাতে আমরা তাঁর কাছে ফিরে আসি। খ্রীস্টের রক্তের শক্তি আমদের সকল পাপ থেকে ধৌত করে, কিন্তু সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আমরা এমন এক স্থানে আসি, যখন আমরা মানতে বাধ্য হই যে, আমরা কত ভুল ছিলাম এবং ঈশ্বর কত সঠিকভাবে আমাদের শৃঙ্খলায় এনেছেন। দাউদ তাই ক্রন্দন করে বলেছিলেন: ''সদাপ্রভু তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না'' (গীতসংহিতা ৩৮:১, ২)। তাই আমরা আরও স্পষ্ট দেখতে পাই, পাপের মন্দতা এবং ভবিষ্যতে আমরা যেন পাপ না করি, সেই জন্য আমাদের সাবধান করে দেওয়া হয়। ''কেহ কি ঈশ্বরকে বলিয়াছে আমি (শাস্তি) পাইয়াছি, আর পাপ করিব

না" (ইয়োব ৩৪:৩১)। সেই সদয় তত্ত্বাবধান আনন্দজনক, কারণ তা একজন ব্যক্তিকে পাপ থেকে ভীত করে! এই ধরনের ঘটনা সান্ত্বনা বা কষ্ট আনুক না কেন, তা আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এনে আমাদের পবিত্রতা বৃদ্ধি করে।

১০। শেষে, আমাদের মৃত্যুর সময়ে, ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান আমদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠবে।

যাকোব যখন মৃত্যুর পথে, তখন ঈশ্বর অতীতে যে কতভাবে তাঁর তত্ত্বাবধান করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে বলেছিলেন (আদিপুস্তক ৪৮:৩, ৭, ১৫, ১৬)। যিহোশূয় ঠিক সেই কাজ করেছিলেন (যিহোশূয় ২৪)। ওহে খ্রীস্টবিশ্বাসী! ঈশ্বর আপনার সমগ্র জীবনে কীভাবে আপনার তত্ত্বাবধান করেছেন, তা চিন্তা করলে আপনার মৃত্যুর সময় মধুর হয়ে উঠবে।

ক) মৃত্যুর সময় হল এমন সময়, যখন মানুষকে শয়তান প্রায়ই ভয়ানক প্রলোভন দ্বারা আক্রমণ করে থাকে। সে মানুষকে ভাবাতে চায় যে, ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন না, এবং তার জন্য যত্ন করেন না। কিন্তু যে খ্রীস্টবিশ্বাসী সবসময় মনে করে কীভাবে তার সমগ্র জীবনে ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন এবং তার যা প্রয়োজন, তা জুগিয়েছেন, সে শয়তানের গল্পে বিশ্বাস করে না। সে বরং বলবে: ''যে দিন থেকে আমি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, সেই দিন থেকে ঈশ্বর আমার প্রতি তাঁর কোমল করুণা প্রদর্শন করেছেন। তিনি কখনো আমাকে ব্যর্থ হতে দেননি, এবং আমি বিশ্বাস করি তিনি এখনও তা করবেন না।" ''আপনার প্রস্থান করার সময় উপস্থিত জেনে জগতে অবস্থিত আপনার নিজস্ব যে লোকদের তিনি প্রেম করতেন, তাদের শেষ পর্যন্ত প্রেম করলেন" (যোহন ১৩:১)। ''কারণ এই ঈশ্বর অনন্তকাল তরে আমাদের ঈশ্বর; তিনি চিরকাল আমাদের পথদর্শক হইবেন" (গীতসংহিতা ৪৮:১৪)।

খ) মৃত্যুকালে পবিত্রজনেরা নিজেদের ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করে এক নতুন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেন, যা মুহূর্তে মধ্যে অনেক অন্যরকম হয়। খ্রীস্ট আমাদের কাছে এক উদাহরণ স্থাপন করেছেন: ''পিতা, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি" (লূক ২৩:৪৬), এবং স্তিফান তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছিলেন, ''হে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর" (প্রেরিত ৭:৫৯)।

বিশ্বাসের দুটি কঠিন কাজ রয়েছে- প্রথম কাজ এবং শেষকাজ। প্রথম হল, মহা উদ্যোগ, যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে খ্রীস্টের করুণার কাছে সমর্পণ করে এবং শেষটিও এক মহা উদ্যোগের কাজ, যখন কোন ব্যক্তি খ্রীস্টের প্রতিজ্ঞার

উপর নির্ভর করে নিজেকে অনন্তকালীন সমুদ্রে ছুড়ে দেয়। জীবনের শেষে বিশ্বাসী খ্রীস্টকে তার বিশ্বাসী বন্ধু হিসাবে জানতে পারে, যাঁর বহু মধুর সাক্ষাৎ তার জীবনে রয়েছে। তাই মহা নিশ্চয়তার সঙ্গে একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করতে পারে, যাঁর সঙ্গে সে পৃথিবীতে চলেছে এবং কথা বলেছে!

গ) মৃত্যুতে, ঈশ্বরের প্রাজারা শেষ করুণা লাভ করে যা জগতে থাকা কালীন সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে শেষ করুণা। ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে সকল করুণা করেছেন, তা আমরা কীভাবে ব্যবহার করেছি, সেই হিসাব আমাদের দিতে হবে। আমরা এখন থেকে যদি সেই নথির কিছু না রাখি, তবে তখন তা কী করে সম্ভব হবে?

ঘ) মৃত্যুর সময়, সমস্ত জীবন ধরে ঈশ্বর আমাদের প্রতি যে সদয় তত্ত্বাবধান করেছেন, সেই বিবরণ অন্যদের কাছে বলে যেতে হবে। যেমন যিহোশূয় ইস্রায়েলীদের প্রতি তাঁর শেষ বক্তৃতায় বলেছিলেন: ''আর দেখ, সমস্ত জগতের যে পথ, অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি; আর তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত প্রাণে ইহা জ্ঞাত হও যে, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যে মঙ্গলবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটিও বিফল হয় নাই; তোমাদের পক্ষে সকলই সফল হইয়াছে, তাহার একটিও বিফল হয় নাই।" (যিহোশূয় ২৩:১৪)।

ঙ) মৃত্যুতে, আমরা ধন্যবাদ এবং প্রশংসার জীবন আরম্ভ করি, এবং স্বর্গদূতদের ন্যায় অনন্তকালীন প্রশংসা করার কাজে নিযুক্ত হই। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বর্গে আমরা যে গান গাইব, তার মধ্যে এই বিষয়গুলিও থাকবে যে, পৃথিবীতে তিনি আমাদের কত অপূর্বরূপে তত্ত্বাবধান করেছেন। তাই আসুন, আমরা যখন এই পৃথিবীতে রয়েছি, তখন প্রতিদিন ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করেছেন, তা চিন্তা করে আমাদের হৃদয় এবং জিহ্বায় সুরের ঝঙ্কার তুলি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির পরিণাম

১। আপনার প্রতি যা ঘটে, তাতে যে ঈশ্বরের হাত রয়েছে, তা বিশ্বাস করা আপনার প্রয়োজন। তিনি যখন আপনাকে সান্ত্বনা দেন, তখন যদি আপনি তাতে তাঁর হাত দেখতে না পান, তবে তা বড়োই মন্দ বিষয়। যদি তিনি সমস্যা প্রেরণ করেন, তবে জানবেন, সেগুলি নিজে থেকে উৎপন্ন হয়নি; কিন্তু ঈশ্বর তা প্রেরণ করেছেন।

২। ঈশ্বর আপনার জন্য সবকিছু করেন, কারণ তাঁর প্রজাদের জন্য তিনি যত্নবান! তাঁর যত্ন এতখানি যে, তিনি ধার্মিকদের থেকে চোখ ফিরান না (ইয়োব ৩৬:৭)। পাছে কেউ আপনার হানি করে, তাই তিনি দিনরাত আপনাকে রক্ষা করেন (যিশাইয় ২৭:৩)। আপনি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, যার জন্য তিনি অন্য কারও উপর নির্ভর না করে নিজেই সেই ভার নেন। ''পবিত্রগণ সকলে তাঁহার হস্তগত'' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:৩)।

৩। ঈশ্বর যেহেতু আপনার জন্য সবকিছু করেন, সেইহেতু আপনি কি তাঁর জন্য জীবন যাপন করতে বাধ্য নন? আমাদের ইচ্ছা এমন হওয়া উচিত, ''আমার হাতগুলি আমি যেমন নিজের জন্য ব্যবহার করি, তেমনি যদি ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত হতে পারতাম!'' ঈশ্বর আপনার প্রতি যা করেছেন, তা আপনাকে অপরের কাছে আশীর্বাদের পাত্র করে তোলার জন্য। ''আমি সদাপ্রভুর কাছ হইতে যে সকল মঙ্গল পাইয়াছি, তাহার পরিবর্তে তাঁহাকে কী ফিরাইয়া দিব?'' গীতরচক এমনই বলেছিলেন (গীতসংহিতা ১১৬:১২)। ঈশ্বর সবসময় আপনার মঙ্গল করে থাকেন, যেন আপনি তাঁর পক্ষে সক্রিয় হন। তিনি প্রতি মুহূর্তে আপনার জন্য কাজ করছেন!

৪। ঈশ্বর যেহেতু সবকিছু তাঁর প্রজাদের জন্য করে থাকেন, সেইহেতু যখন নতুন কোনও সমস্যা আসে, তখন তাঁর উপরে অবিশ্বাস করবেন না। অতীতে আপনি অনেকবার তাঁর উপরে নির্ভর করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার, সেই একই অবিশ্বাসের শিকার হবেন না। এই মহান সত্য শিক্ষা করুন। সকল সমস্যা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আপনি যদি নীরবে তাঁর অপেক্ষা করেন, তবে তিনি কখনও আপনাকে লজ্জিত হতে দেবেন না!

৫। ঈশ্বর যেহেতু আপনার জন্য সবকিছু করেন, সেইহেতু তাঁর কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করুন। আপনি যা ইচ্ছা করেন বা যা লাভ করার জন্য কাজ করেন, তা আপনি কখনও লাভ করতে পারেন না, যদি ঈশ্বর আপনার জন্য কাজ না করেন।

এমনকি তিনি যদি আপনাকে তা দিতে মনস্থ করেছেন, তবু তাঁর ইচ্ছা এই যে, আপনি যেন তাঁর কাছে চান। আর প্রার্থনার পর কাঙিক্ষত বিষয় সকলই আপনার।

৬। যেহেতু ঈশ্বর আপনার জন্য সব কিছু করেন, সেইহেতু সর্ব বিষয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা আপনার কাছে মূখ্য বিষয় হওয়া উচিত। যে খ্রীস্টবিশ্বাসীর একমাত্র ইচ্ছা হল ঈশ্বরকে খুশী করা, তার কাছে এমন কোনও সমস্যা কি রয়েছে, যা তার ক্ষতি করতে পারে? অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন সমুদ্রের জলে দপ করে নিভে যায়, সেইরকমই ঈশ্বরের অনুগ্রহে, সমস্যা বিশ্বাসীর জীবনে কোনো মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে না। যেহেতু ঈশ্বরই সবকিছু করে থাকেন, এবং আমাদের মঙ্গল করে তিনি কেবল আনন্দ পান, তাই আমরা মহা সমস্যা এবং বিপদের মধ্যেও নিরাপদ। আসুন, আমরা বাইবেলের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হই। পাপ ছাড়া আর কোনো কিছুকে ভয় করবেন না। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই আপনার জীবনের মূখ্য বিষয় করে তুলুন এবং আপনি যা কিছু করেন, তাতে তাঁর উপর নির্ভর করুন। জীবনের সকল অনিশ্চয়তার মধ্যে আপনার নিরাপত্তা এবং আশীর্বাদের জন্য এইগুলি হল নিশ্চিত নিয়ম।

সপ্তম অধ্যায়

(এর মধ্যে ফ্ল্যাভেলের অষ্টম অধ্যায়টিও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে)

ব্যবহারিক সমস্যাসমূহ

১। কঠিন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতির মধ্যে একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা আবিষ্কার করতে পারে?

ঈশ্বরের ইচ্ছার অর্থ কী, তা আমাদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে। এর দুটি দিক রয়েছে। ঈশ্বরের গুপ্ত ইচ্ছা এবং প্রকাশিত ইচ্ছা, অর্থাৎ যে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেছেন। ''নিগূঢ় বিষয় সকল ঈশ্বর সদাপ্রভুর অধিকার; কিন্তু প্রকাশিত বিষয় সকল আমাদের ও যুগে যুগে আমাদের সন্তানদের অধিকার, যেন এই ব্যবস্থার সমস্ত কথা আমরা পালন করতে পারি" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯)। আমরা কেবল ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারি, যা তিনি নিজ বাক্যে এবং কার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

ক) যা কিছু প্রকাশিত, তার মধ্যে বিবিধ ধরনের বিষয় রয়েছে। খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের জন্য যা প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা ঈশ্বরের বাক্যে স্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে; কিন্তু যে বিষয়গুলি তেমন গুরত্বপূর্ণ নয়, সেগুলি অনেক সময় বোঝা বেশ কঠিন।

খ) ঈশ্বর যাদের কাছে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সেই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও বেশ পার্থক্য থাকে। তাদের মধ্যে কেউ বলবান শক্ত মানুষ, আবার কেউ শিশুর মতো (১ করিন্থীয় ৩:১)। কেউ কেউ বেশ ভালোভাবেই বোঝে, তাদের কী করা উচিত এবং অন্যেরা কিন্তু তা সহজে বুঝতে পারে না।

গ) ঈশ্বর যেভাবে তাঁর ইচ্ছা মানুষের কাছে প্রকাশ করেন, তার ধরণও বিভিন্ন হতে পারে। পুরাতন নিয়মের সময়ে, ঈশ্বর ব্যক্তিগতভাবে দেখাতেন, তাদের কী করতে হবে, যেমনভাবে শমূয়েল রাজা হওয়ার জন্য শৌলকে মনোনীত করেছিলেন (১ শমূয়েল ৯:১৫-১৭), এবং যখন দাউদ প্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি গিয়ে ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন কি না (১ শমূয়েল ২৩:২, ৪)। কিন্তু এখন আমাদের কাছে সমগ্র বাইবেল পথ প্রদর্শক হিসাবে রয়েছে, তাই আমাদের বিশেষ প্রকাশ লাভের ইচ্ছা পোষন করা উচিত হবে না। আমাদের সেই শাস্ত্র খুঁজে দেখতে হবে, এবং যেখানে আমাদের কাছে

কোন নিয়ম বা পথ প্রদর্শনা নেই, সেখানে আমাদের উচিত হবে, সেই বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম প্রয়োগ করা।

তবুও আমাদের মনে সন্দেহ থেকে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা আবিষ্কার করার জন্য কেবল সদয় তত্ত্বাবধানকে দেখলে চলবে না। নিরাপদ পন্থা হল, সদয় তত্ত্বাবধানের বিষয়টি বাইবেলের আজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞাকে অনুসরণ করে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা। আপনি যখন পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং দেখতে পান, তত্ত্বাবধানের বিষয়টিতে আপনার বিবেক দংশন হচ্ছে না এবং বাইবেল সবচেয়ে উত্তমভাবে তাতে আলো দেখাচ্ছে, তখন আপনি নিশ্চিত হয়ে উৎসাহ সহকারে সেই পথে এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সেই তত্ত্বাবধানের বিষয়টি যদি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যায়, তবে সেই পথে যাবেন না। কেবল তত্ত্বাবধানের বিষয়টি যদি আমাদের পরিচালনা করার চাবিকাঠি হত, তাহলে একজন দুষ্ট মানুষ পাপে কৃতকার্য হলে, দাবি করতে পারত, সে ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। নিচে দেওয়া নিয়মগুলি আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা আবিষ্কার করতে সাহায্য করে:

ক) আমার অন্তরে কি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃত ভয় রয়েছে, এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করার বিষয়ে কি আমি সত্যিই ভয় করি? ''সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার: তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জানাইবেন'' (গীতসংহিতা ২৫:১৪)।

খ) আমি কি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নে বেশি সময় দিই এবং জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে কম আগ্রহী? ঈশ্বরের বাক্য কি আমার চরণের প্রদীপ (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)। এর মধ্যে দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন, আপনাকে কী করতে হবে এবং কীভাবে বিপদ এড়িয়ে যেতে হবে।

গ) আপনি ইতিমধ্যে যা জানেন, তা কাজে লাগান। ''যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের কথা জানিবে'' (যোহন ৭:১৭)। ''সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ; যে কেহ তদনুযায়ী কর্ম করে সে সুবুদ্ধি পায়'' (গীতসংহিতা ১১১:১০)।

ঘ) উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করুন; প্রভুর কাছে পরিচালনার জন্য প্রার্থনা করুন, যাতে আপনি পাপে পতিত না হন (ইব্রা ৮:২১ দেখুন)।

ঙ) এরপর ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানকে অনুসরণ করুন, যতদূর তা বাইবেলের সঙ্গে সম্মত হয় এবং সেই পর্যন্তই। সমস্যার দিনগুলি ঈশ্বরের পরাক্রমী হস্তের নিচে নিজেদের নত করার সময়। অন্যদিকে, ঈশ্বর যখন

তাঁর সদয় তত্ত্বাবধানের দ্বারা আমাদের প্রাণকে আনন্দিত করেন, তখন উল্লাস করার সময়। ''সুখের দিনে সুখী হও" (উপদেশক ৭:১৪)। এই ধরনের বিভিন্ন সময়, ঈশ্বর আমাদের কী শিক্ষা দিতে চান তা বোঝার জন্য আমাদের বুদ্ধিমান হতে হবে, তাঁর সদয় তত্ত্বাবধান আমাদের যেমন নির্দেশ করবে।

২। যখন ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধান প্রার্থনার উত্তরকে বিলম্বিত করে, তখন একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী কীভাবে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করে উপকৃত হতে পারে?

এই ধরনের বিলম্ব যখন হয়, তখন আমরা দুইভাবে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। একটি দিক হল, সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্তৃত্বের অধীনে রেখেছেন (প্রেরিত ১:৭), যদিও আমরা যত শীঘ্র সম্ভব, প্রার্থনার উত্তর প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার জন্য যে সময় নিরূপণ করে রেখেছেন, তার চেয়ে নিখুঁত সময় আর কিছু হতে পারে না। আপনি যদি যাত্রাপুস্তক ১২:৪১ পদের সঙ্গে প্রেরিত ৭:১৭ পদের তুলনা করেন, তবে দেখতে পাবেন, মিশর থেকে ইস্রায়েলীদের মুক্তি কেন আর একদিনও বিলম্বিত হয়নি। কারণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছিল। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে যখন বিলম্ব হয়, তখন আমরা হতাশ হই এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে সন্দেহ করতে শুরু করি। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্কল্প এবং আমাদের সঙ্কল্প এক নয় (যিশাইয় ৫৫:৮)। ''প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞার বিষয়ে দীর্ঘসহিষ্ণু নন, যেমন কেউ কেউ মনে করে" (২ পিতর ৩:৯)। আমাদের মতো গণিতের হিসাবে প্রভু সময় গণনা করেন না। তিনি নিজে সময় নিরূপণ করেন এবং যদিও তাঁর উত্তর আমরা যেমন ভাবি, তার চেয়ে দেরি হতে পারে, তবুও তিনি যেমন নিরূপণ করেছেন, তার চেয়ে তা কখনোই এক মুহূর্তও দেরি হয় না।

এইভাবে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রজারা হতাশ হয়ে পড়তে পারে। যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি তাঁর প্রজাদের উপরে করুণা করবেন, যারা বন্দি দশায় রয়েছে, কিন্তু তারা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও কিছুই ঘটতে দেখেনি। ''কিন্তু সিয়োন কহিল, সদাপ্রভু আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, প্রভু আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন" (যিশাইয় ৪৯:১৪)। দাউদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। ঈশ্বর দাউদের কাছে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যা নিশ্চিত ছিল, তবু দাউদ মনে করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে ভুলে গিয়েছেন; আর তাই তিনি বলেছিলেন: ''কত কাল সদাপ্রভু আমাকে নিয়ত ভুলিয়া থাকিবে? (গীতসংহিতা ১৩:১)। তিনটি কারণে আমরা এইভাবে হতাশ হয়ে পড়ি:

ক) আমরা অবিশ্বাসের পথ করে দিই। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরতা সহকারে বিশ্বস্ত এবং অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের বাক্যের উপরে আস্থা স্থাপন করতে পারি না। এই কারণে গীতসংহিতা ২৭:১৩ পদে লেখা আছে, ''আমি জীবিতদের দেশে সদাপ্রভুর মঙ্গলভাব দেখিব, এমন বিশ্বাস যদি না করিতাম (তবে আমার কী হইত)?''

খ) আমরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দেখি, যেমন আমাদের ইন্দ্রিয় অনুভব করে। অব্রাহাম সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে, ''আশার বিপরীতে'' অর্থাৎ সমস্ত প্রকার প্রাকৃতিক সম্ভাব্য বিষয়ের প্রতিকূলে তিনি ''প্রত্যাশায় বিশ্বাস করলেন এবং ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান করলেন'' (রোমীয় ৪:১৮, ২০)। বিশ্বাস আমাদের চক্ষু যা দেখে, তা থেকে দূরে দৃষ্টি করে, এবং সবকিছু অন্য নিয়ম দ্বারা পরিমাপ করে, যেন আত্মিক দিক দিয়ে আমরা আমাদের অবস্থান ঠিক রাখতে সমর্থ হই। আর এই নিয়ম ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা এবং পরাক্রম দ্বারা চালিত হয় (২ করিন্থীয় ৪:১৬, ১৮)।

গ) শয়তান এই সমস্ত সময় ব্যবহার করে ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের মনে বিরূপ চিন্তা নিয়ে আসে। আত্মিক দিক দিয়ে যখন আমরা দুর্বল, তখন আমরা শয়তানের কথা শোনার জন্য বেশি প্রস্তুত থাকি। সে সব সময় আমাদের হাত দুর্বল করার চেষ্টা করে, এবং ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করা থেকে বিরত করে।

আমরা যা বলছি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়টি প্রয়োজনীয়, যেন আমরা সর্বদা সজাগ থাকি এবং ঈশ্বরের হাতে সব কিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে নীরবে তাঁর পরিত্রাণের জন্য অপেক্ষা করি। আর এই কাজে সাহায্য করার জন্য আমি কিছু চিন্তা করতে বলব:

ক) ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা করার পিছনে প্রকৃত কোনো কারণ নেই, এমনও সম্ভব যে, আপনি তাঁর কাছে যা প্রত্যাশা করছেন, তা তিনি দিতে প্রতিজ্ঞাই করেননি। আপনি হয়তো সমৃদ্ধি ভোগ করছেন; কিন্তু ঈশ্বর কী তা আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? ''যারা সিদ্ধতায় চলে, তিনি তাদের কোনো মঙ্গল করতে অস্বীকার করবেন না'' (গীতসংহিতা ৮৪:১১)। এই প্রতিজ্ঞা কেবল তাঁদের জন্য, যারা সিদ্ধতায় চলে। আপনার নিজের হৃদয় খুঁজে দেখুন, আপনি আপনার জীবনে বা হৃদয়ে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে গিয়েছেন কি না, যার কারণে আপনি যে সমস্ত বিষয়ে আনন্দ করতেন, তা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। যে কোনো অবস্থায় এই জীবনে ঈশ্বরের মঙ্গল প্রতিজ্ঞা সকল ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং তাঁর প্রজ্ঞা

দ্বারা সীমিত। এই পৃথিবীতে কে আপনাকে বিশ্রাম, আনন্দ এবং আরাম প্রত্যাশা করতে বলেছেন? ঈশ্বর প্রায়ই বলে থাকেন, জগতে আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হবে (যোহন ১৬:৩৩) এবং ''মহা ক্লেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে'' (প্রেরিত ১৪:২২)। যে বিষয়টি ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা হল, সমস্যার সময়ে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন, যেন আমাদের প্রকৃত প্রয়োজনগুলি জোগাতে পারেন এবং যেন সবকিছু আমাদের পক্ষে মঙ্গলার্থে কাজ করে (গীতসংহিতা ৯১:১৫; যিশাইয় ৪১:১৭; রোমীয় ৮:২৮)।

খ) আত্মিক আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যদি দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আপনি কিছু না লাভ করেন, তবে আমি এই প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কী ধরনের আশীর্বাদ লাভ করতে চান? আত্মিক আশীর্বাদ দুই প্রকারের- যেগুলি আত্মিক জীবন চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন এবং যেগুলি আমাদের আনন্দ এবং সান্ত্বনা দান করে। প্রথম ধরনের আশীর্বাদ অত্যন্ত প্রয়োজন, আর সেই কারণে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাগুলি নিশ্চিত এবং তা কখনো ব্যর্থ হবে না। ''আমি তাহাদের সহিত এই নিত্যস্থায়ী নিয়ম স্থির করিব যে, তাহাদের প্রতি কখনো বিমুখ হইব না, তাহাদের মঙ্গল করিব, এবং তাহারা যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে, এই জন্য আমার প্রতি ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব'' (যিরমিয় ৩২:৪০)। দ্বিতীয় প্রকারের আশীর্বাদ, কেবল প্রভু যখন তা আমাদের পক্ষে উত্তম মনে করেন, তখন দিয়ে থাকেন, এবং বহু ভক্ত দীর্ঘ সময় ধরে তা ছাড়াই জীবন যাপন করে।

গ) নিজেকে প্রশ্ন করে দেখা প্রয়োজন, এই আশীর্বাদগুলি আপনি কেন লাভ করতে চান। ''যাচ্না করিতেছ তবু ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দভাবে যাচ্না করিতেছ, যেন আপন সুখাভিলাষ ব্যয় করিতে পার'' (যাকোব ৪:৩)। অনেকসময় আমরা সমস্যা থেকে মুক্তি চাই, কারণ তা হয়তো এই পৃথিবীতে আমাদের সুখভোগকে নষ্ট করে। বস্তুত, ঈশ্বর অনেক সময় আমাদের জীবনে বিভিন্ন সমস্যাকে অনুমতি দিয়ে থাকেন, যেন অমরা আরও বাধ্যতার জীবন যাপন করি।

ঘ) আপনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা সকল পালন করার জন্য সত্যিই প্রস্তুত? আপনি আপনার অভিলাষের বিষয় পেলে আনন্দিত হন, কিন্তু ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, যখন আপনি তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য আগ্রহী হন। আপনি সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে না চাইলে, আশীর্বাদ আপনার কাছে আসবে

না। দাউদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, তা লাভ করার জন্য তাঁকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল এবং সেইসময় তাঁর প্রাণ ''তক্তস্তন্য শিশুর মতো'' হয়ে উঠেছিল (গীতসংহিতা ১৩১:২)। দাউদ এবং অন্য অনেক ভক্তকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করার জন্য যেমন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল, সেইরকম আপনাকেও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

ঙ) ঈশ্বরের উপরে নীরবে অপেক্ষা করে আপনি কী কিছু হারাবেন? নিশ্চিতভাবেই নয়। সান্ত্বনা ভোগ করার চেয়ে বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহকে আপনার জীবনে কাজ করতে দেওয়াই শ্রেয়। ঈশ্বর আপনাকে বিশ্বাস এবং ধৈর্যের এক পাঠ শিক্ষা দিচ্ছেন, যাতে আপনি তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য আরও বেশি সচেষ্ট হন। আর যখন আশানুরূপ আশীর্বাদ আসবে, তখন তা আরও বেশি আনন্দদায়ক হবে, কারণ তা আপনার বিশ্বাস এবং প্রার্থনার ফলস্বরূপ আসবে।

চ) যদি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ আশা করেন, তার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন না থাকে, তবে সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা বোকার কাজ, কারণ সেগুলি তো আপনার কাছে নেই। ঈশ্বর আপনার কাছ থেকে যা আশা করেন, তা হল, আপনি যেন তাঁর করুণার জন্য অপেক্ষা করেন, যা বিনামূল্যে অনুগ্রহের কারণে দত্ত হয়। যারা প্রভুর অপেক্ষা করে, তাদের প্রতি প্রভুর প্রতিজ্ঞাগুলি স্মরণ করুন। ''ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার অপেক্ষা করে'' (যিশাইয় ৩০:১৮) এবং ''যাহারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তাহারা উত্তরোত্তর নতুন শক্তি পাইবে'' (যিশাইয় ৪০:৩১)।

ছ) স্মরণ করে দেখুন, আপনি ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসার এবং তাঁর বাক্য পালন করার পূর্বে ঈশ্বর কত দীর্ঘ সময় আপনার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তবে এটা কি যথার্থ নয় যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের জন্য তিনি আপনাকে অপেক্ষা করাতে পারেন? আমাদের অবিশ্বাস তাঁকে বলতে বাধ্য করে: ''ইহারা কতকাল আমার প্রতি অবিশ্বাসী থাকিবে?'' (গণনা পুস্তক ১৪:১১), এবং ''কত দিন তোমার অন্তরে দুশ্চিন্তা বাস করিবে?'' (যিরমিয় ৪:১৪)।

ঞ) আপনি যে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন, তা এক প্রকার মন্দ বিষয়। হয়তো আপনি অনেক পূর্বেই সেই অনুগ্রহ লাভ করতে পারতেন, যদি আত্মায় আরও শান্ত হতেন, এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতেন।

৩। একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী কীভাবে জানতে পারবে যে, সদয় তত্ত্বাবধান, তার পক্ষে সর্বোত্তম পথে কাজ করছে, এবং তা প্রেমময় ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে?

ঈশ্বর নিজ প্রজাদের জন্য মহা মন্দের মধ্যেও কাজ করতে পারেন (রোমীয় ৮:২৮)। পাপ কখনো কারও মঙ্গল করতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে যে ঘটনার মধ্যে পাপ বর্তমান তার মধ্যে দিয়ে, তিনি তাঁর প্রজাদের মঙ্গল আনতে পারেন। আমাদের প্রতি আসলে যা ঘটছে, তা থেকে আমরা চিন্তা করতে পারি না যে, তা আমাদের মঙ্গলের জন্য ঘটছে কি না। এমন অনেক দুষ্ট এবং অবিশ্বাসী মানুষ রয়েছে, যারা তাদের মন যা চায়, তার চেয়েও বেশি লাভ করে থাকে, অর্থাৎ ''যাদের চক্ষু মেদে ঠেলে ওঠে, যাদের মনের সঙ্কল্প অপরিমিত'' (গীতসংহিতা ৭৩:৭)। তাই, আমরা এইভাবে সাধারণ আশীর্বাদগুলির দিকে দেখলে, ঈশ্বরের প্রেম কী, তা কখনও জানতে পারব না। কিন্তু যে ভাবে বিষয়গুলি আমাদের প্রতি ঘটে এবং তা আমাদের উপরে প্রভাব ফেলে তা আমাদের দেখতে সাহায্য করবে যে সেগুলি ঈশ্বর আমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করেছেন কিনা।

ক। আসুন আমরা প্রথমে সেইসব ঘটনার দিকে দেখি, যেগুলি আমাদের জীবনে সমস্যা এবং দুঃখ নিয়ে আসে। সেগুলি যখন নিচে উল্লেখিত অবস্থার মধ্যে ঘটে, তখন আমরা জানতে পারি, সেই আশীর্বাদগুলি ঈশ্বরের প্রেমের কারণেই এসেছে:

১) যে সমস্ত ঘটনা যথার্থ সময়ে ঘটে, যাতে আমরা পাপে পতিত না হই, অথবা তা আমাদের আত্মিক অবনতি থেকে ফিরে আসার জন্য সচেতন করে। ''যেহেতু নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখার্ত হওয়ায় তোমাদের প্রয়োজন আছে'' (১ পিতর ১:৬)।

২) ঈশ্বর আমাদের জন্য কিছু সমস্যা মনোনীত করেন, যেগুলি আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযুক্ত হবে, এবং আমাদের প্রাণকে ঈশ্বরের প্রেমে আনন্দ করতে শেখাবে। ঈশ্বর একজন চিকিৎসকের মতো, যিনি কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে কতখানি ঔষধ দিতে হবে, তা জানেন। ''তুমি স্থানান্তরকরণ কালে পরিমাণে পরিমাণে তাহার সহিত বিবাদ করিলে; তিনি পূর্বীয় বায়ুর দিনে নিজ প্রবল বায়ু দ্বারা তাহাকে ঝাড়িয়া দূর করিলেন। এই জন্য ইহা দ্বারা যাকোবের অপরাধ মোচন হইবে'' (যিশাইয় ২৭:৮, ৯)।

৩) যখন সমস্যা আমাদের হৃদয়কে পাপ থেকে বিরত করে তখন তা উত্তম। কিন্তু দুষ্ট মানুষ মহা সমস্যার মধ্যে পড়ে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ওঠে। ''তখন মনুষ্যেরা মহা উত্তাপে তাপিত হইল, এবং যিনি এই সকল আঘাতের উপরে কর্তৃত্ব করেন, সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করিল'' (প্রকাশিত বাক্য ১৬:৯)। কিন্তু

ঈশ্বর ভীরু লোকেরা নিজেদের দোষী করে ঈশ্বরের গৌরব করে। ''হে প্রভু ধর্মশীলতা তোমার; কিন্তু আমরা তোমার মুখের বিবর্ণতার পাত্র'' (দানিয়েল ৯:৭)।

৪) সমস্যা যদি পিতার প্রেমের কারণে এসে থাকে, তাহলে তার একটি নিশ্চিত চিহ্ন হল, তা পাপ থেকে আমাদের হৃদয়কে শুচি করে, এবং আমাদের জীবনকে পূর্বের চেয়ে আরও নম্রতা এবং পবিত্রতার পথে চালিত করে। কত খ্রীস্টবিশ্বাসী এ বিষয়টি সত্য বলে জানেন! মহা সমস্যার মধ্য দিয়ে আসার পর, তাদের কাছে এই জগত ডিমের লালার মতো স্বাদবিহীন লাগে; কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই প্রভাব বেশি দিন স্থায়ী হয় না; আর তাই, ঈশ্বর নিজ প্রজাদের আবার শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

৫) যা কিছু ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমের বৃদ্ধি ঘটায়, তা ঈশ্বরের প্রেম থেকেই আসে। তাঁর মহা অনুগ্রহ যদি আমাদের হৃদয়ে থাকে, তাহলে মহা সমস্যার সময় আমরা তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকব। আমরা তখন গীতরচকের মতো বলব: ''আমাদের প্রতি এইসকল ঘটিয়াছে; কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলিয়া যাই নাই . . . আমাদের চিত্ত পরাঙ্মুখ হয় নাই; আমাদের পাদবিক্ষেপ তোমার মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই . . . তুমি মৃত্যুছায়ায় আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছ'' (গীতসংহিতা ৪৪:১৭-১৯)।

৬) আমাদের জানতে হবে, ঈশ্বর যখন আমাদের সমস্যার মধ্যে আশীর্বাদ করেন, তখন তিনি আমাদের পাপের মন্দতা এবং এই জীবনের শূন্যতা সম্বন্ধে আরও বেশি করে শিক্ষা দেন এবং যে সকল বিষয় নিশ্চিত এবং অকম্পনীয়, তা আমাদের দেখান। ''ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহাকে তুমি শাসন কর, হে সদাপ্রভু, যাহাকে তুমি আপন ব্যবস্থা হইতে শিক্ষা দাও'' (গীতসংহিতা ৯৪:১২)। খ্রীস্টবিশ্বাসীরা কখনও ঈশ্বর দ্বারা শৃঙ্খলায়িত হওয়ার পূর্বে কোনো বিষয় প্রকৃত জ্যোতিতে দেখতে সমর্থ হয় না।

খ। দ্বিতীয়ত, সেই বিষয়গুলির দিকে তাকান, যেগুলি আমাদের জীবনে উল্লাস এবং আনন্দ নিয়ে আসে। সুখজনক অবস্থা সব সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে আসে না। কৃতকার্য হওয়া এবং সমৃদ্ধি, যার কারণে ঈশ্বর মানুষকে ভুলে যায়, বা যা মাংসের ইচ্ছা বা হৃদয়ে গর্ব জাগিয়ে তোলে, তা কখনও আশীর্বাদের পন্থা হতে পারে না।

কিন্তু যে সমস্ত সান্ত্বনা এবং করুণা আমাদের প্রাণকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে নত করে এবং আমরা যে কত অযোগ্য, তা বুঝতে সাহায্য করে, তা নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ

স্বরূপ। যাকোব বলেছিলেন, ''তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া ও যে সমস্ত সত্যাচরণ করিয়াছ, আমি তাহার কিছুরই যোগ্য নই'' (আদিপুস্তক ৩২:১০)। এই ধরনের করুণা আমাদেরকে পাপ থেকে দূরে রাখবে, এবং ঈশ্বরকে আরও ভালবাসতে সাহায্য করবে। সেগুলি কখনও আমাদের তৃপ্ত করবে না।

আমরা যদি আমাদের সুখজনক অবস্থার কারণে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আরও সেবা করার জন্য সমর্থ হই এবং অন্যদের প্রয়োজন সম্বন্ধে বেশি চিন্তিত হই, তবে তা এক নিশ্চিত চিহ্ন যে, সেই সুখজনক অবস্থা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে এসেছে। আবার এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ আমরা যদি উত্তম কিছু লাভ করে থাকি, তবে তা ঈশ্বরের প্রেম থেকে এসেছে।

৪। আমরা কীভাবে আমাদের প্রাণকে ধীর এবং শান্ত রাখব, যখন সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আমাদের জীবনে এত পরিবর্তন আসে?

পৃথিবীর প্রত্যেক অংশেই সদয় তত্ত্বাবধান মানুষের জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। ''তিনি জাতিগণকে বাড়ান, আবার বিনাশ করেন। জাতিদিগকে প্রসারিত করেন, আবার লইয়া যান'' (ইয়োব ১২:২৩)। আমাদের অনেকেই নয়মীর মতো, যার অবস্থা এত অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে, বেৎলেহমের লোকেরা বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'এ কী নয়মী?' (রূত ১:১৯)।

যেমন প্রচণ্ড তাপ এবং শীতের দ্বারা আমাদের শরীরের শক্তির পরীক্ষা হয়ে থাকে, তেমনই আমাদের জীবনে যে পরিবর্তন সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে আসে, তা আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের শক্তি পরীক্ষা করে।

হিষ্কিয় রাজা একজন ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু সদয় তত্ত্বাবধানের কারণে তিনি যখন যন্ত্রণা এবং অসুস্থতার মধ্যে পড়লেন, তখন তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেল (যিশাইয় ৩৮)। চারপাশের বিপদ যখন দাউদকে ঘিরে ধরেছিল, তখন তাঁর আত্মা নীরব এবং শান্ত থাকেনি। তিনি বলেছিলেন, ''আমার সুখবস্থায় আমি বলিয়াছিলাম, আমি কখনও বিচলিত হইব না . . . তুমি মুখ লুকাইলে; আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলাম'' (গীতসংহিতা ৩০:৬, ৭)। পৌলের বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায় যে, তিনি সত্যিই অনুগ্রহে ধনবান ছিলেন, ''আমি অবনত হইতে জানি, উপচয় ভোগ করিতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে ও সর্ববিষয়ে আমি তৃপ্ত কী ক্ষুধিত হইতে, উপচয় কী অনাটন ভোগ করিতে দীক্ষিত হইয়াছি'' (ফিলিপীয় ৪:১২)।

আসুন, আমরা বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে সর্ব অবস্থায় আমাদের হৃদয় ও মন, মহা শান্তিজনক অবস্থায় থাকবে।

ক) আমাদের অবস্থা যখন সুখকর হয়, তখন চিন্তা করতে ভুলবেন না, সেগুলি কত দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে। যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনি আজকে গৌরব করছেন, তা কাল আপনার কাছে না-ও থাকতে পারে। ''তুমি কী ধনের দিকে চাহিতেছ? তাহা আর নাই; কারণ ঈগল যেমন আকাশে উড়িয়া যায়, তেমনি ধন আপনার জন্য নিশ্চয়ই পক্ষ প্রস্তুত করে'' (হিতোপদেশ ২৩:৫)। হিষ্কিয় রাজা নিজের ধন নিয়ে গৌরব করেছিলেন এবং ভাববাদী তাঁকে এসে বলেছিলেন, ক্ষণকাল পরে সেই ধনের কিছুই অবিশষ্ট থাকবে না (যিশাইয় ৩৯:২-৭)। আপনার ভিতরে হৃদয় কত মন্দ, তা আপনি তখনই বুঝতে পারেন, যখন এই ধরনের কিছু তত্ত্বাবধান আপনার কাছে স্পষ্ট করে যে, ঈশ্বরের প্রতি আপনার প্রেম কত অল্প, এবং জগতের প্রতি আপনি কতখানি আসক্ত। আপনি যখন বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা দরিদ্র ছিলেন, তখন কী ঈশ্বরকে আরও বেশি করে জানতেন না এবং তাঁকে আরও বেশি ভালোবাসতেন না?

খ) যখন সবকিছু আমাদের বিপক্ষে চলছে বলে মনে হয়, তখন আমরা চরম পথে গিয়ে, তাঁর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি, যেন সুস্থির হতে পারি। যে তত্ত্বাবধান লাভ করার পর জীবনে সমস্যা এবং দুঃখ নেমে আসে, তা ঈশ্বর ভক্তদের জীবনে মহা মূল্যবান; বস্তুত, ঈশ্বর ভক্তেরা এ ছাড়া আত্মিকভাবে জীবন যাপন করতে পারেন না। সবচেয়ে উত্তম খ্রীস্টবিশ্বাসীরাও দেখতে পান, যদি তার জীবনে কোনও সমস্যা না থাকে, তাহলে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হতে শুরু হয়। কিন্তু কোনো কিছুই খ্রীস্টের প্রেম থেকে ঈশ্বর ভক্তদের পৃথক করতে পারে না। ''খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদের পৃথক করবে? কী ক্লেশ? কী সঙ্কট? কী তাড়না? কী দুর্ভিক্ষ? কী প্রাণ সংশয়?'' (রোমীয় ৮:৩৫)। এই বিষয়ের সত্য ইয়োবও উপলব্ধি করেছিলেন (ইয়োব ১৯:২৫)। দীর্ঘতম সমস্যা জর্জরিত দিনেরও শেষ আছে, আর আপনার জন্য যদি এই ধরনের হাজার সমস্যা নিরুপিত হয়ে থাকে, তাহলেও একদিন তার শেষ হবে। যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন: ''বস্তুত, আপাতত আমাদের যে লঘু ক্লেশ হইয়া থাকে তাহা উত্তর উত্তর অনুপমরূপে আমাদের জন্য অনন্তকালস্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে'' (২ করিন্থীয় ৪:১৭)।

গ) যখন সবকিছু খুব অনিশ্চিত বলে মনে হয় এবং আমরা বুঝতে পারি না ঈশ্বর কোন পথে আমাদের তত্ত্বাবধান করছেন, তখন ভেবে দেখুন, সেই অবস্থার মধ্যে নানা দুশ্চিন্তা করা এবং হতাশাগ্রস্ত হওয়া কেন অপ্রয়োজনীয়। ''আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপনার বয়স এক হস্তমাত্র বৃদ্ধি করিতে

পার?" (মথি ৬:২৭)। অহেতুক দুশ্চিন্তা করে, আমরা কেবল আমাদের শান্তি নষ্ট করি এবং আত্মিক অবনতি নিয়ে আসি। অন্যদিকে, আমরা যদি নীরবে অপেক্ষা করি, তবে সদয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে দেখি, তাহলে আমরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার উপরেও নির্ভর করতে পারি। আমাদের উপরে তাঁর বাক্যের ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আমরা জানি, তিনি শেষে সবকিছু আনন্দজনক করে তুলবেন। তা কেবল আমাদের অনন্ত জীবন নয়, কিন্তু সেইসঙ্গে এই জীবনের বিষয়গুলিও, যা তাঁর হাতে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ রয়েছে। তাই, আপনার বর্তমান কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়েও যে ঈশ্বর আনন্দজনক পরিণতি আনতে চলেছেন, তা চিন্তা করে শান্ত হোন। ''তোমার কার্যের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাহাতে তোমার সঙ্কল্প সকল সিদ্ধ হইবে" (হিতোপদেশ ১৬:৩)।

৫। অবশেষে বলি, তার দিকে মহা সমস্যা এবং দুঃখকে এগিয়ে আসতে দেখে, একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে রাখবে?

যতই কঠিন বলে মনে হোক না কেন, যিনি আমাদের শক্তি দেন, সেই খ্রীস্টের মাধ্যমে আমরা সবকিছুই করতে পারি (ফিলিপীয় ৪:১৩)। তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না (যোহন ১৫:৫)। তিনি বলেন না, আমাকে ছাড়া তোমরা অল্পই সাধন করবে; কিন্তু বলেন, আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করিতে পার না। হতে পারে, আমাদের শরীরে বা পরিবারের কেউ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে, আমরা ভীত এবং তার পরিণতি মৃত্যুও হতে পারে; অথবা আমরা কোন সম্ভাব্য যুদ্ধের কারণে, আমাদের সব সান্ত্বনা হারিয়ে ফেলেছি, অথবা সেই বিধবার মতো আমাদের অবস্থা হতে পারে, যিনি এলিয় ভাববাদীকে বলেছিলেন, ''হে ঈশ্বরের লোক, আপনার সহিত আমার বিষয় কী? আপনি আমার অপরাধ স্মরণ করাইতে ও আমার পুত্রকে মারিয়া ফেলিতে আমার এখানে কেন আসিয়াছেন?" (১ রাজাবলি ১৭:১৮)। শয়তান এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের পাপ পূর্ণ হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে, আমাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করে, তা আরও অস্থির করে তোলে; আর তখন আমরা বলতে পারি না, কোনটি আমাদের চিন্তা এবং কোনটি শয়তান থেকে এসেছে। আমাদের প্রাণ ক্ষীণ হয়ে পড়ে, যেমন কোনো ব্যক্তি সমস্ত রাত জেগে পরের দিনের কঠিন যাত্রাপথের কথা ভাবে, আর যখন পরের দিনটি আসে, তখন আগের রাতের বিশ্রামের অভাবে সে মাঝপথেই মুর্চ্ছা যায়।

সবচেয়ে বড়ো বিষয় হল, আমরা যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা গ্রহণ করে, শান্তভাবে সমস্ত বিষয়ের পরিণাম তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হবে।

এইভাবেই দাউদ রাজা সদোক যাজককে বলেছিলেন, ''তুমি ঈশ্বরের সিন্দুক পুনরায় নগরে লইয়া যাও; যদি সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে আমি অনুগ্রহ পাই, তবে তিনি আমাকে পুনর্বার আনিয়া তাহা ও তাঁহার নিবাস দেখাইবেন। কিন্তু তিনি যদি এই কথা বলেন, তোমাতে আমার সন্তোষ নাই, তবে দেখ, এই আমি, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভালো, আমার প্রতি তাহাই করুন" (২ শমূয়েল ১৫:২৫, ২৬)। আত্মিক দিক থেকে, এ এক অপূর্ব মনোভাব! কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা কঠিন বিষয়। আমরা যদি আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি, তবেই আমরা শান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হব। ঈশ্বরের সাহায্যে আমরা তা করতে সমর্থ হব, তবে কতকগুলি পরামর্শ দেওয়া হল:

ক) মহান ঈশ্বর, যাঁর বুদ্ধির ইয়ত্ত্বা নেই, তাঁর প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ে আপনার মুর্খতা এবং অজ্ঞতার দিকে তাকান। ''আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান; তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্ত্বা নেই" (গীতসংহিতা ১৪৭:৫)। ''সদাপ্রভু তোমার কার্য সকল কেমন মহৎ, তোমর সঙ্কল্প সকল অতি গভীর (গীতসংহিতা ৯২:৫)। কতবার আমরা বলতে বাধ্য হয়েছি যে, আমাদের ধারণা ভুল ছিল এবং আমরা ভুল করেছি! প্রায়ই আমরা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হই, যারা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান এবং দক্ষ, যেমন ডাক্তার এবং উকিল। তবে আমাদের নিজেদের চিন্তায় না চলে, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং যাঁর বুদ্ধির ইয়ত্ত্বা নেই, সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা আরও কত বেশি প্রয়োজন। কেবল গর্বের কারণেই আমরা তা করি না।

খ) যত্নসহকারে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন, যে আপনি দুশ্চিন্তা নামক পাপে পড়ে নিজের উপরে কত সমস্যা নিয়ে এসেছেন! কারণ আপনার মনে সন্দেহ ছিল, সেই সদয় তত্ত্বাবধান আপনার ভালো করবে কি না! এই ধরনের চিন্তা গর্ব এবং অবিশ্বাস থেকে আসে এবং সেগুলি আমাদের কোনও মঙ্গল করতে পারে না। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে আমরা উল্টোমুখী করতে পারি না; আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, ঈশ্বর মঙ্গলময়।

গ) যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেছিলেন, তাদের কিছু উদাহরণ শাস্ত্র থেকে দেখুন। ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে তাঁর দেশ ছেড়ে অজানা ভবিষ্যতের উদ্দেশে আহ্বান করেছিলেন, অব্রাহাম সঙ্গেসঙ্গেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। পৌল জানতেন, জেরুশালেমে গেলে, সেখানে তাঁর জন্য বিপদ এবং কারাগার অপেক্ষা করে আছে; কিন্তু তিনি এবং তাঁর রেখে যাওয়া খ্রীস্টবিশ্বাসীরা বলতে সক্ষম ছিলেন: ''ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" (প্রেরিত ২১:১৪)। এর চেয়েও বড়ো উদাহরণ হলেন, আমাদের প্রিয় প্রভু যীশু

খ্রীস্ট। গেৎশিমানী বাগানে পিতা যখন তাঁর হাতে দুঃখভোগের পানপাত্র তুলে দিয়েছিলেন, যা ঈশ্বরের ক্রোধে পূর্ণ পাত্র ছিল, তখন তিনি দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ক্রন্দন করে বলেছিলেন, ''আব্বা! সবকিছুই তোমার পক্ষে সম্ভব, যদি সম্ভব হয় আমার কাছ থেকে এই পান পাত্র দূর কর'' (মার্ক ১৪:৩৬), তবু তিনি পিতার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছিলেন, ''তবুও আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক'' (মার্ক ১৪:৩৬)। এর সঙ্গে তুলনা করলে আপনার অবস্থা কীরূপ?

ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে কত লাভ, তা চিন্তা করে দেখুন। যে মানুষ গভীর অঙ্গীকারে পূর্ণ মাত্রায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে চলে, তার অন্তরে এক ধরনের বিশ্রামের আনন্দ বিরাজ করে। আত্মিক দিক থেকে মহা সমস্যায় জর্জরিত এমন এক মানুষকে লুথার বলেছিলেন: ''প্রভু আপনার জন্য সবকিছু করবেন, আপনাকে কিছুই করতে হবে না কিন্তু আপনি খ্রীস্টেক বিশ্রামে প্রবেশ করুন। ''বৃথাই তোমার প্রত্যুষে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর, তিনি আপন প্রিয়পাত্রকে নিদ্রাযোগে এইরূপ দেন'' (গীতসংহিতা ১২৭:২)। যদিও বিশ্বাসীরা নানাবিধ সমস্যার মধ্যে বাস করে, তবুও তারা ধীর স্থির থাকে, কারণ বিশ্বাসে দৃঢ় থাকায় তারা ঈশ্বরে বিশ্রাম করে। ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত মন বিশ্বাসীর আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতায় প্রবেশ করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং আশীর্বাদকে তার নিকটবর্তী করে। তাই, অনুশোচনা এবং তর্ক করবেন না, কিন্তু সর্ব অবস্থায় পিতার চরণতলে নীরবে শয়ন করুন এবং সর্ব সময় ও সর্ব অবস্থায় বলুন, ''ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।''

উপসংহার

আমাদের স্মরণ শক্তি দুর্বল, তাই আমরা যখন শাস্ত্র পাঠ করি, তখন ঈশ্বর যেভাবে আমাদের তত্ত্বাবধান করেছেন, সে সম্বন্ধে ডাইরিতে কিছু লিখে রাখা ভালো। আর তা হলে, আমরা আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা করতে পারব, এবং সেখান থেকে ভবিষ্যতেরর জন্য শিক্ষা নিতে পারব।

ঈশ্বরের অভিপ্রায়

জন ফ্ল্যাভেলের জন্ম হয় ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দে। তিনি একজন পালকের পুত্র ছিলেন, কিন্তু বিরোধিতার কারণে তাঁর পিতাকে ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে কারাগারে মৃত্যুভোগ করতে হয়। ওক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর জন ফ্ল্যাভেল ডেভনের ডারমাউথের একটি মণ্ডলীতে পালকীয় পরিচর্যা শুরু করেন, এবং সেখানেই তিনি তাঁর জীবনের বেশি সময় কাটান। ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দের ইফনিফর্মিটি আইন অনুসারে যদিও জনসমক্ষে তাঁর প্রচারের কাজ অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল, তবুও তিনি তাড়নার মধ্যেও বিশ্বস্তভাবে তাঁর প্রচার এবং লেখার কাজ চালিয়ে যান। হৃদয় এবং মনকে ছুয়ে যায়, এমন লেখার জন্য ফ্ল্যাভেল প্রসিদ্ধ ছিলেন। ফ্ল্যাভেলের লেখার মধ্যে যে সহানুভূতি এবং ঐকান্তিকতা ছিল, তা নিঃসন্দেহে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ। তিনি ১৬৯১ সালে প্রভুতে নিদ্রিত হন।

১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে ফ্ল্যভেলের লেখনী ‘‘ঈশ্বরের কাজ অথবা সদয় তত্ত্বাবধানের নিগূঢ়তত্ত্ব’’ নামে প্রতাশিত হয়। এটি হল তারই একটি সহজ-পাঠ্য সংস্করণ।